Contents

চতুর্দশ বর্ষ

২য় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

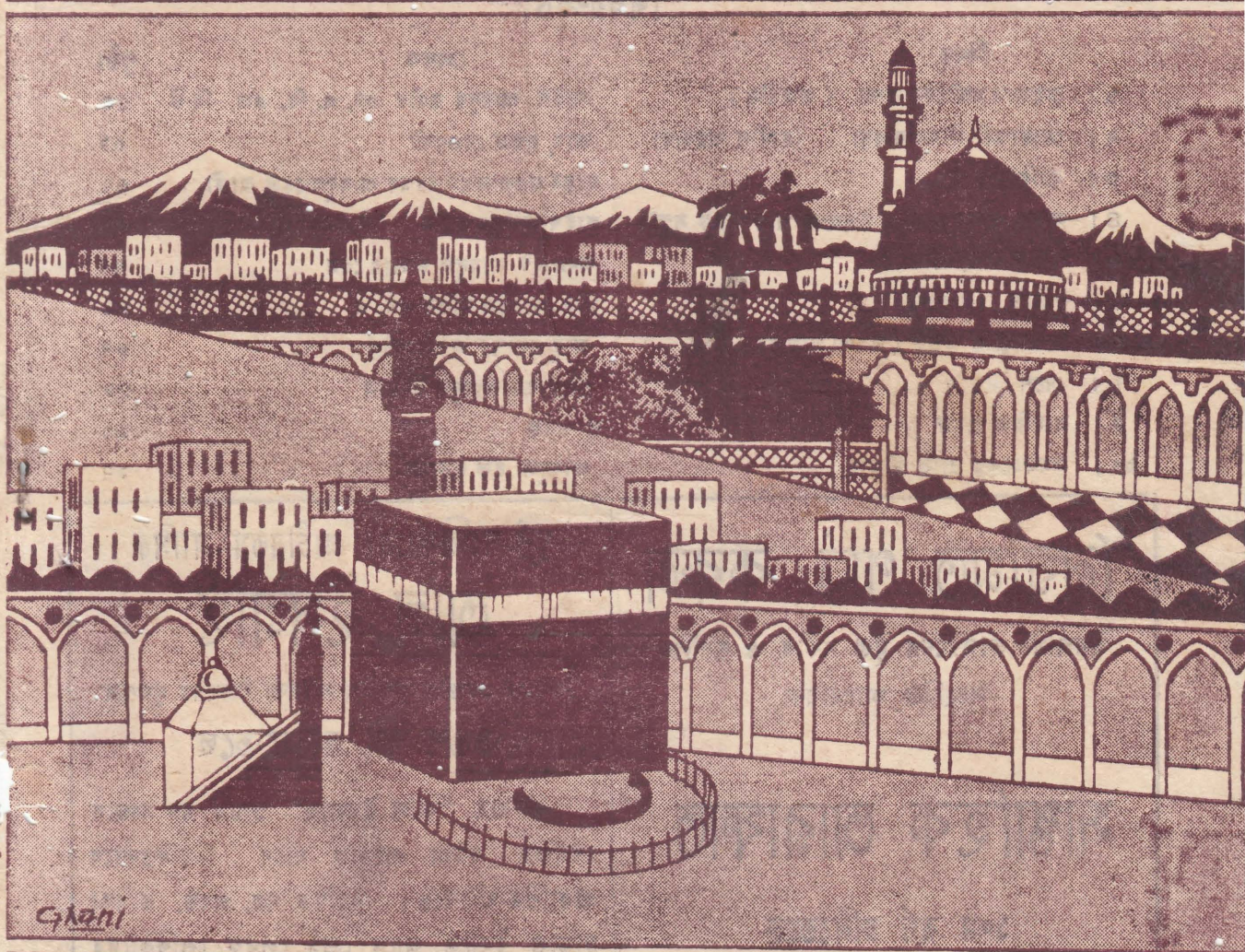

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই
সংখ্যার মূল্য
৫০ পয়সা

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৭৪ বাং | জুলাই—১৯৬৭ ইং

রবিউস্ সানী—১৩৮৭ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এস, বি-টি	৫৩
২।	মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস অনুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৫৯
৩।	সাহিত্যের সুর	মরহুম মওলানামোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	৬৫
৪।	সলাৎ ও যকাৎ এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক	শাইখ আবদুর রহীম	৭১
৫।	সমাজ ও সুবিচার	অধ্যাপক আবদুল জব্বার বেগ	৭৭
৬।	দুর্নীতি (কবিতা)	মীর আবদুল মতিন এম, এ	৮১
৭।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর (মসলা মাসায়েল)	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৮২
৮।	দেশে বিদেশে	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৮৮
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৯৩
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হকানী	৯৭

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১০ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাসিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৬শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিস্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

[illegible]

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; রবিউস সা'নি, ১৩৮৭ হিঃ আগষ্ট, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ ;	দ্বিতীয় সংখ্যা

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা' আৎ-'তাকাসুর

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة التكاثر

সূরা আৎ-তাকাসুর

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'আৎ-তাকাসুর' শব্দ আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

١ أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

১। আধিক্য লাভের জন্য তোমাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং তজ্জনিত অহঙ্কার তোমাদিগকে এমন ভাবে ভুলাইয়া রাখিল যে, ১

১ কোন্ বিষয়ে আধিক্য ও প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতার কথা বলা হইয়াছে তাহার উল্লেখও যেমন এই আয়াতে নাই, সেইরূপ ঐ প্রতিযোগিতা লোককে কোন্ বিষয় হইতে ভুলাইয়া রাখিয়াছে তাহারও কোন উল্লেখ এখানে নাই। ইহার কারণ সম্পর্কে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ উভয় প্রকার বিষয়ই এত অধিক এবং গুরুত্বপূর্ণ যে, এক কথায় উহার সঠিক তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যাহা হউক, দুই ভাবে ইহা নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

(প্রথম) মানুষ সাধারণতঃ শারীরিক, মানসিক আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক প্রভৃতি নানা প্রকার আধিক্য ও প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। তারপর, এই সব বিষয়ের মধ্যে যাহা বা যেগুলি লাভের জন্য যে লোক মশগুল ও তন্ময় হইয়া পড়ে সে ঐ বিষয় বা বিষয়গুলির পরিপন্থী ব্যাপারগুলি ভুলিয়া যায় এবং পরিত্যাগ করিয়া বসে। ঐ উল্লিখিত বিষয়গুলির সবগুলিই শরী'আতে নিন্দনীয়ও নয়, প্রশংসনীয়ও নয়। ইহাদের কতকগুলি যেমন নিন্দনীয়, সেইরূপ কতকগুলি প্রশংসনীয়ও বটে। শরী'আতে নিন্দনীয় ব্যাপারসমূহে মত্ত থাকিয়া প্রশংসনীয় ব্যাপারগুলি ভুলিয়া থাকার কথাই এখানে বলা হইয়াছে। তারপর, যে সকল ব্যাপারে আখিরাতের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে এবং যে সকল ব্যাপার আখিরাতের মঙ্গল লাভে সহায়ক হয় সেই সকল ব্যাপারে আধিক্য ও প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করা নিঃসন্দেহে শরী'আতে প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এই জন্য দীনী ইলম ও আমলের মধ্যে আনুপাতিক সমতা বজায় রাখিয়া ঐ দুইটি ব্যাপারে আধিক্য ও প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম করা নিশ্চিতভাবে প্রশংসনীয় হইবে। পক্ষান্তরে দুনয়াতে ওারিসদের উদ্দেশ্যে হালাল হারাম যে কোন উপায়ে মাল সংগ্রহে জীবনপাত করা এবং নিজ পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজনদের খাতিরে দীনী ব্যাপার হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া অথবা উহাতে শৈথিল্য করা অবশ্যই নিন্দনীয় হইবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আঃ-র উক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, যে দিবসে অর্থাৎ আখিরাতে [দুনয়াতে ছাড়িয়া যাওয়া] মাল ও সন্তানাদি কোনই উপকারে আসিবে না" (আশ্‌শু'আরা: ৭৮)।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন শিখ্‌খীর রাঃ বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট পৌছি তখন তিনি "আল্‌হাকুমুৎতাকাসুর" আয়াৎটি তিলাওৎ করিতেছিলেন। অনন্তর তিনি বলেন, "আদম-সন্তান বলিয়া থাকে, ইহা আমার মাল, উহা আমার মাল। কিন্তু বলো তো, তোমার মাল হইতে তুমি যাহা খাইয়া ধ্বংস করিলে অথবা যাহা পরিধান করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলে অথবা যাহা সদকা-খয়রাত করিয়া [আখিরাতের জন্য] জমা রাখিলে, তাহা ছাড়া **'তোমার মাল'** বলিবার আর কী থাকে?" (মুস্‌লিম ২য় খণ্ড ৪০৭ পৃঃ)

সাহাবী আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "মৃতের পিছনে পিছনে তিন জন যায়। অনন্তর দুই জন ফিরিয়া আসে ও এক জন মৃতের সঙ্গেই থাকে। তাহার পিছনে পিছনে যায় (১) তাহার মাল, (২) তাহার পরিবার পরিজন ও (৩) তাহার 'আমল'। অনন্তর তাহার পরিবার পরিজন ও তাহার মাল ফিরিয়া আসে আর তাহার আমল তাহার সঙ্গে থাকিয়া যায়।"—বুখারী ও মুসলিম (২। ৪৩)

(দ্বিতীয়) সূরা আল্‌ মুনাফিকূন এবং ৯ম আয়াৎটিকে এই আয়াতের তাফসীররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আয়াৎটি এই, "ওহে তোমরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, (সাবধান!) তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ যেন তোমাদিগকে আল্লার স্মরণ ও গুণ বর্ণনা হইতে ভুলাইয়া না রাখে।"

www.ahlehadeethbd.org

২। তোমরা অবশেষে কবরস্তানগুলি দর্শন করিতে পৌঁছিলে।২

৩। নাঃ; ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে; অনতিবিলম্বে তোমরা জানিতে পারিবে।

৪। আবার বলি, ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে, অনতিবিলম্বে তোমরা জানিতে পারিবে।৩

٢ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

٤ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

এই সব আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল পার্থিব বিষয়-আশয় ও ব্যাপার আখিরাতে কোন কাজে আসিবে না তাহাতে মত্ত থাকিয়া যে সব প্রার্থীব ব্যাপার আখিরাতে উপকারে আসিবে তাহা হইতে বিরত থাকার নিন্দাই এখানে করা হইয়াছে।

২। এই সূরা নাযিল হওয়া সম্পর্কে তফসীরকারগণ একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। ঘটনাটি এই :—

সাহ্‌ম ও 'আব্‌দ-মনাফ গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিবার পরে নিজ নিজ গোত্রের গণ্যমান্য লোকদের সংখ্যাধিক্য লইয়া পরস্পরে অহঙ্কার করিতে থাকে। অনন্তর তাহারা সত্য সত্যই নিজেদের গণ্যমান্য লোকদের সংখ্যা গণনায় প্রবৃত্ত হয়। গণনার ফলে 'আবদ-মনাফ গোত্রের গণ্যমান্য লোকদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু সাহ্‌ম গোত্রের লোকেরাও দমিবার পাত্র নহে। তাহারা বলিয়া উঠিল, "জাহিলী যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহে আমাদের বহু নেতা নিহত হন। অতএব জীবিত ও মৃত উভয় নেতাদের সংখ্যা গণনা করা হউক।" তদনুযায়ী গণনা করা হইলে সাহ্‌ম গোত্রের নেতাদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হয়। মূলে যে তরজমা করা হইয়াছে তাহার সহিত এই ঘটনাটি বেশ খাপ খায়। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নেতার সংখ্যাধিক্য লইয়া অহঙ্কার করিতে করিতে তোমাদের অবস্থা এতদূর গড়াইল যে, তোমরা শেষ পর্যন্ত কবরস্থানে গিয়া পৌঁছিলে এবং কবর গণনা করিয়া নিজেদের প্রাধান্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলে। প্রাধান্য ও আধিক্য লইয়া প্রতিযোগিতা করার কি চরম শোচনীয় পরিণতি! বলি, ইহাতে তোমাদের কি লাভ হইল? মূলে যে তরজমা করা হইয়াছে ভাষার দিক দিয়াও ঐ তরজমাই ঠিক হয়। কারণ 'যুরতুম' শব্দটি অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদ এবং ইহার অর্থ "দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলে"। এই কারণে তাফসীর খাযিনে এই অর্থ বর্ণনা করিবার পরে বলা হইয়াছে, "ইহাই কুরআনের ভাষার সহিত সুসমঞ্জস ও সুসঙ্গত"। কিন্তু ইমাম রাযী এই আয়াতটির অর্থ করেন, "তোমরা যে পর্যন্ত কবরের সাক্ষাৎ না কর অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদের এই অবস্থা থাকে"। ভাষা ও ভাব উভয় দিক দিয়াই এই অর্থের বিপক্ষে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন উঠে। ইমাম রাযী ঐ প্রশ্নগুলির উল্লেখ করিয়া উহার জওাব দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। যে কোন সূক্ষ্মদর্শী তফসীরবিদ স্পষ্টভাবেই দেখেন যে, তাঁহার ঐ জওাবগুলি মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। ঐ সব প্রশ্ন ও জওাব উল্লেখ করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করা হইল।

৩। তৃতীয় আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই পুনরুক্তি করা হইয়াছে চতুর্থ আয়াতে। এই পুনরুক্তির তাৎপর্য বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়। মানুষ যখন কোন বিষয়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব ও জোর দিতে চায় তখন সে স্বভাবতঃ ঐ বিষয়টি বারংবার উল্লেখ করিয়া থাকে। অনুরূপ ভাবেই পূর্বের আয়াৎ দুইটিতে ধন-জন-সন্তানাদি লইয়া অহঙ্কার ও গৌরব করার যে কথা বলা হইয়াছে তাহার অনারতার গুরুত্ব প্রকাশ করিবার জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে একই কথা দুইবার বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। প্রকৃত ব্যাপার এই, আহা! তোমরা যদি ধ্রুব জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে! [তাহা হইলে প্রাচুর্যের অহঙ্কার কিছুতেই করিতে না।]৪

৬। [কসম করিয়া বলিতেছি,] নিশ্চয় তোমরা 'জাহীম' জাহান্নাম অবশ্যই দেখিবে।

٥ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

٦ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

কুরআন মজীদের যেখানেই একই বাক্য পর পর একাধিকবার বলা হইয়াছে সেই খানেই এই ব্যাখ্যাটি প্রযোজ্য হইতে পারে। তাহা ছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে আরও তাৎপর্য হইতে পারে। এখানে আরও যে দুইটি তাৎপর্য সম্ভব তাহা এই: (ক) উল্লিখিত অহঙ্কার ও গৌরববোধের অসারতা মানুষ ক্ষণেকের জন্য একবার মাত্র উপলব্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে না; বরং যতই দিন যাইতে থাকিবে এবং যতই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই উহার অসারতা সম্পর্কে তাহার উপলব্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। (খ) উল্লিখিত অহঙ্কার ও গৌরববোধের অসারতা মানুষ একাধিকবার বুঝিতে পারিবে। একবার বুঝিবে মৃত্যুর সময়ে; আবার বুঝিবে কবরে; আবার বুঝিবে কিয়ামতে হিসাবকালে এবং শেষে লোকদের জান্নাতে ও জাহান্নামে প্রবেশকালে।

س ও سوف শব্দ দুইটি প্রায় একই অর্থ বোধক হইলেও ইহাদের প্রকৃত অর্থে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। যে পরিমাণ বিলম্বের অর্থে س ব্যবহৃত হয় তাহার চেয়ে বেশী বিলম্বের ক্ষেত্রে سوف ব্যবহৃত হয়। س এর অর্থ হইতেছে অবিলম্বে, মোটেই বিলম্ব না করিয়া; আর سوف এর অর্থ হইতেছে অনতি-বিলম্বে, বেশী বিলম্ব না করিয়া।

৪। এখানে لو (যদি) এর জওাব (ফল) উহ্য রহিয়াছে। পরবর্তী আয়াতটি ইহার জওাব নহে। কারণ, لو ব্যবহারের নিয়ম এই যে, শর্তটি পাওয়া গেলে জওাবের অস্তিত্ব যেমন অবধারিত হয় সেইরূপ শর্তটি পাওয়া না গেলে জওাবের অবিদ্যমানতা অবধারিত হইতে হইবে। পরবর্তী আয়াতটি সম্পর্কে এই নিয়ম খাটে না বলিয়া উহা এই لو এর জওাব হইতে পারে না। কেন না, ধ্রুব জ্ঞানের অবিদ্যমানতায়ও মানুষের পক্ষে 'জাহীম' জাহান্নাম দর্শন করা অবধারিত হইয়া রহিয়াছে। বরং তাহাদের পক্ষে জাহীম জাহান্নামের দুর্ভোগ পোহাইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই কারণে এই আয়াতের শেষে অক্ষর করা অবধারিত। কুরআন মজীদের আরও কয়েকটি আয়াতে لو এর জওাব উহ্য রাখা হইয়াছে [দেখুন, আল-আন্'আম: ৩০; আল-আমবিয়া: ৩৯ ইত্যাদি।]

জওাব উহ্য রাখার তাৎপর্য -জওাবের গুরুত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে মানুষ কখন কখন কেবল মাত্র শর্ত বলিয়াই চুপ হইয়া যায়। কাজেই لو এর জওাব উহ্য রাখার একটি উদ্দেশ্যে যে জওাবের গুরুত্ব প্রকাশ তাহা নিশ্চিত ভাবে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কুরআন মজীদের যে সব আয়াতে لو শব্দের জওাব উহ্য রহিয়াছে সেখানে বুঝিতে হইতে যে, জওাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিভিন্নমুখী এবং শ্রোতাদিগকে নিজ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী উহার উপযোগী জওাব ঠাহর করিয়া লইতে হইবে। এই নিয়ম মতে আয়াতটির ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ:

'তোমরা যদি ধ্রুব জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে তাহা হইলে তোমরা এমন সব ন্যায় ও সৎকাজে মশগুল হইয়া পড়িতে যাহার বিবরণ দুই চারি কথায় দেওয়া সম্ভব নহে।'

এই অর্থ ছাড়া অনুসঙ্গ ও প্রসঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জওাবও উহ্য ধরা যাইতে পারে। যথা, এই আয়াতে উহ্য বাকটি এইরূপও হইতে পারে—"তাহা হইলে তোমরা ধন-জন-সন্তানাদি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৭। আবার [কসম করিয়া] বলি, নিশ্চয় তোমরা 'জাহীম' জাহান্নামকে আবশ্যই চাক্ষুষ দেখিবে।৫

৮। তারপর নি'মাৎগুলি সম্পর্কে তোমাদিগকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হইবে।৬

٧ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

٨ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

লইয়া অহঙ্কারে ও গৌরবে মত্ত থাকিয়া নিজ কর্তব্য ভুলিতে পারিতে না" অথবা "তাহা হইলে তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যে তন্ময় ও মশগুল হইয়া পড়িতে"; ইত্যাদি।

৫। ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতে প্রায় একই কথা দুইবার বলা হইয়াছে; তফাৎ এই যে, প্রথমটিতে চাক্ষুস কথাটি নাই আর দ্বিতীয়টিতে চাক্ষুস কথাটি বাড়ান হইয়াছে। এই পুনরুক্তির তাৎপর্য কয়েক ভাবে বর্ণনা করা হয়। (ক) বিষয়টির নিশ্চয়তা ও গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এই পুনরুক্তি করা হইয়াছে। (খ) প্রথমটিতে 'জাহীম' জাহান্নাম দর্শন সংঘটিত হওয়ার কথা বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে; আর দ্বিতীয়টিতে উহা বাস্তবরূপে সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। (গ) প্রথমটিতে দূর হইতে দর্শনের কথা এবং দ্বিতীয়টিতে একেবারে নিকট হইতে দর্শনের কথা বলা হইয়াছে। এই তাৎপর্যের সমর্থন কুরআন মজীদে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাহারা কিয়ামত অবিশ্বাস করে তাহাদিগকে যখন সা'ঈর জাহান্নাম দূরবর্তী স্থান হইতেই দেখিতে পাইবে তখন ঐ অবিশ্বাসীরা উহার ক্রোধযুক্ত উচ্ছ্বাস ও হুঙ্কার ধ্বনি শুনিতে পাইবে" (আল-ফুরকান : ১২)। আল্লাহ তা'আলা আবার বলেন, "জাহান্নামকে এমন ভাবে দৃশ্যমান করা হইবে যে, যে কেহ উহাকে দেখিতে পাইবে" (আন-নাযিআৎ ৩৬)।

এই ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াৎ দুইটিতে যে কথা বলা বলা হইয়াছে তাহা সূরা মরয়মের ৭১ | ৭২ আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। ঐ আয়াৎ দুইটির সারমর্ম এই যে, মুমিন, মশরিক, কাফির, মুনাফিক সকলকেই জাহান্নামের ঘাটে অবশ্যই অবতরণ করিতে হইবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদিগকে উহা হইতে নাজাৎ দিবেন আর দুরাচারী যালিমদিগকে উহার মধ্যে বুকের ভারে নিক্ষেপ করিবেন।

৬। আয়াৎটির তাৎপর্য এই যে, কিয়ামৎ কালে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রদত্ত নি'মাৎসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে মুমিন, কাফির সকলকেই প্রশ্ন করিবেন। মুমিনেরা দুনয়াতে ঐ সব নি'মাতের যেভাবে যথাযথ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা বিবৃত করিয়া নাজাৎ পাইবে আর কাফিরেরা উহার যেভাবে অপব্যবহার করিয়াছিল তাহাই বলিবে; ফলে তাহারা জাহান্নামে যাইবে।

তারপর যে নি'মাৎ সম্পর্কে প্রশ্নের কথা এই আয়াতে বলা হইয়াছে তাহার স্বরূপ মোটামুটি ভাবে ১নং নোটে বর্ণনা করা হইয়াছে; অর্থাৎ যে সব ব্যাপারের সহিত আখিরাতের নাজাৎ বিজড়িত তাহাই হইতেছে আল্লার নি'মাৎ! নিম্নে নি'মাৎ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সব নি'মাৎ দান করিয়াছেন তাহা অসংখ্য, গণিয়া শেষ করা যায় না। (সূরা ইব্রাহীম : ৩৪ ও সূরা আন-নাহল : ১৮ দেখুন)। যাহা হউক, এই আয়াৎ সম্পর্কে হাদীসে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কিছু নিম্নে উধৃত করা হইতেছে।

(ক) এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন যুবাইর রাঃ রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলেন, "আল্লার রাসূল, আমাদের নিকট এমন কোন্ নি'মাৎ আছে যে, আমাদিগকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইতে পারে? নি'মাৎ বলিতে তো আমাদের কাছে রহিয়াছে কেবলমাত্র খুরমা আর পানি।" তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "শীঘ্রই (তোমাদের ঐরূপ নি'মাৎ) হইবে।" (তুহফা তিরমিযীর ভাষ্য, ৪র্থ খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, যাহা ছাড়া মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব তাহার সম্বন্ধে কিয়ামতে কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হইবে না—অনুবাদক।

(খ) আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, কিয়ামৎ দিবসে আল্লার দেওয়া নি'মাৎ সম্পর্কে বান্দাকে প্রশ্ন করিবার সময়ে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হইবে, "আমি কি তোমার শরীর সুস্থ রাখি নাই? আমি কি তোমাকে পরিতৃপ্ত করিয়া পান করাই নাই?" (তুহফা ঐ পৃষ্ঠা ২১৯)।

পূর্বের হাদীসটি হইতে জানা গিয়াছে যে, **জীবন ধারণের উপযোগী পানাহারের** ৬ষ্ঠ কোন প্রশ্ন করা হইবে না; আর এই হাদীস হইতে এবং আবুল হাইসাম আনসারী সম্পর্কিত হাদীস [পরে (ঙ) দেখুন] হইতে জানা যায় যে, পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন ও পানের সম্পর্কে কিয়ামতে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে এবং সুস্থতার জন্যও জওাবদিহি করা হইবে।

(গ) ইবন আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছে, "দুইটি নি'মাৎ ব্যাপারে বহু লোকই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ঐ নি'মাৎ দুইটি হইতেছে, স্বাস্থ্য ও অবসর।" (বুখারী, ৯৪৯ পৃষ্ঠা)।

(ঘ) আবু বারযা আসলামী রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "কিয়ামৎ দিবসে কোন বান্দা বিচার দরবার হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে না যে পর্যন্ত তাহাকে এই প্রশ্নগুলি করা না হইবে এবং সে ঐ গুলির জওাব না দিবে। (১) সে তাহার জীবন কী কাজে শেষ করিয়াছে; (২) সে তাহার 'ইলম অনুযায়ী কী আমল করিয়াছে; (৩—৪) সে তাহার মাল কোথা হইতে অর্জন করিয়াছে এবং কী কাজে ব্যয় করিয়াছে; এবং (৫) সে তাহার শরীরকে কী কাজে জীর্ণ করিয়াছে।" (তির'মিযি—তুহফা ৩। ২৯১)।

(ঙ) আবু হুরাইরা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার—একদা রাসূলুল্লাহ সঃ হযরৎ আবু বকর ও উমর রাঃ কে সঙ্গে লইয়া আবুল হাইসাম আনসারীর বাড়ী যান। তাঁহারা তিন জনেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। অনন্তর আবুল হাইসাম তাঁহাদিগকে রুটি, ছাগলের গোশত, খেজুর ইত্যাদি খাইতে দেন এবং মিষ্ট ঠাণ্ডা পানি পান করিতে দেন। তাঁহারা সকলে আসূদা হইয়া পানাহার করিলে রাসূলুল্লাহ সঃ আবুবকর ও উমর রাঃ কে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "যাহার হাতে আমার জান তাঁহার কসম, এইগুলি ঐ নি'মাৎ যাহার সম্বন্ধে কিয়ামৎ দিবসে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন করা হইবে।" (মুসলিম, ২। ১৭৬—৭, তিরমিযী, তুহফা ৩। ২৭৫)।

কোন কোন সাহাবীর উক্তিতে হযরৎ মুহম্মদ সঃ-কে [বুখারী ৫৬৬ পৃঃ], ইসলামকে ও কুরআনকে এই নি'মতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ফল কথা, কিয়ামতে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ এবং ইসলামের বিধান মানিয়া চলা সম্পর্কে তো সাধারণ ভাবে সকলকেই প্রশ্ন করা হইবেই হইবে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক আদম সন্তানকে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করা হইবে সে কী কী কাজে লাগাইয়াছিল তাহার মনকে, তাহার শরীর, হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে, তাহার চোখ-কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে, তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য, শৌর্য-বীর্য, বল-শক্তি প্রভৃতিকে এবং সর্বোপরি তাহার ইলম, জ্ঞান ও বুদ্ধিকে। আরও তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে সে কী ভাবে কাটাইয়াছিল তাহার জীবন ও যৌবনকে; নিরাপত্তা লাভ করিয়া সে কী ভাবে উহার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল, অবসর সময়কে কী ভাবে কাটাইয়াছিল। আরও তাহাকে অনেক প্রশ্ন করা হইবে সে কী উপায়ে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল এবং ঐ গুলি কী কী কাজে লাগাইয়াছিল।

আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবাঁয় য়াসীরা। হে আল্লাহ আমাদের পক্ষে ঐ হিসাব আসান করিও। আমীন! সুম্মা আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

(বুলুগুল মারামের বঙ্গানুবাদ)

।। আবু মুসুক দেওবন্দী ।।

৬৬৪। সামুরা ইবন জুনদুব রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ،

"চারিটি কথা আল্লার নিকটে সবচেয়ে বেশী প্রিয়; এই চারিটির যে কোনটি দিয়া তুমি আরম্ভ কর না কেন তাহাতে তোমার কিছু আসে যায় না।" কথা চারিটি এই :—

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ -

(সুবহানাল্লাহি, অল-হামদু-লিল্লাহি, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার।)— মুসলিম। (৫) [তরজমা পূর্বের হাদীসটিতে দেওয়া হইয়াছে।—অনুবাদক]

৬৬৫। (ক) আবু মূসা আশ'আরী রাঃ বলেন রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁহাকে বলেন,

يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟

"ওহে কাইসের পুত্র আবদুল্লাহ, জান্নাতের গুপ্তধনসমূহ হইতে একটি গুপ্তধনের সন্ধান কি আমি তোমাকে দিব না?" [আবু মূসা বলেন: "নিশ্চয় দিবেন।" রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, উহা হইতেছে,]

---

৫ এই কথাগুলির প্রথম তিনটির শব্দগুলি কুরআন মজীদের কয়েক স্থলে হুবহুই পাওয়া যায় এবং এইগুলির শাব্দিক কিছু পরিবর্তন সহও কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু 'আল্লাহু আকবর' কথাটি হুবহু পাওয়া যায় না। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

১ 'সুবহানাল্লাহ' কথাটি নিম্নলিখিত নয়টি আয়াতে হুবহু পাওয়া যায়—সূরা য়ূসুফ : ১০৮; আল্-আম্বিয়া : ২২; আল্-মু'মিনূন : ৯১; আন্-নামল : ৪; আল্-কাসাস : ৬৮; আবু-স্বর : ১৭; আস্-সফ্ফাৎ : ১৫৯; আৎ-তূর : ৪৩; আল্-হাশ্র : ২৩।

'আল্-হামদু লিল্লাহে' নিম্নলিখিত তেইশটি আয়াতে হুবহু পাওয়া যায়। আল্-ফাতিহা : ১; আল্-আন্'আম : ১, ৪৫; আল্-আ'রাফ : ৪৩; য়ূনুস : ১০; ইব্রাহীম : ৩৯; আন্-নাহ্ল : ৭৫; বানী ইসরাঈল : ১১১; আল্-কাহ্ফ : ১, আল্-মু'মিনূন : ২৮; আন্-নাম্ল : ১৫, ৫৯, ৯৩; আল্-আন্'কাবূৎ : ৬৩; লুক্মান : ২৫, সাবা : ১; ফাতির : ১, ৩৪; আস্-সাফ্ফাৎ : ১৮২; আয্-যুমার : ২৯, ৭৪, ৭৫; আল্-মু'মিন : ৬৫।

"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" দুইটি আয়াতে—আস্-সফ্ফাৎ : ৩৫ এবং সূরা মুহম্মদ : ১৯ আয়াতে;

www.ahlehadeethbd.org

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَامَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ •

অতিরিক্ত অংশটির তরজমা : আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি ও তাঁহার দেওয়া বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা ও মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অপর কোন শরণ নাই।

[আল্-হিস্নুল্ হাসীন গ্রন্থে, 'মাল্জা'আ' স্থলে 'মান্জা' রহিয়াছে।—অনুবাদক]

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ •

"লা-হাওলা অলা কুওওাতা ইল্লা বিল্লাহ্।" বুখারী, (৬০৫, ৯৪৪, ৯৪৯, ৯৭৮, ১০৯৯ পৃঃ) ও মুসলিম (২য় খণ্ড ৩৪৬ পৃঃ)।

তরজমা : "আল্লাহ তা'আলার রক্ষণ ছাড়া পাপ কাজ হইতে ফিরিয়া থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাওফীক ছাড়া সৎ কাজ সম্পাদনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। (৬)

(খ) নাসা'ঈ এই হাদীস বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, উহা হইতেছে :

"লাইলালা ইল্লা হুআ" (তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই) মোট উনত্রিশটি আয়াতে—আল্-বাকারা : ১৬৩; ২৫৫; আলু-'ইমরান : ১, ৬, ১৮; আল্-আন্আম : ১০৩, ১০৭; আল্-'আ'রাফ : ১৫৮; আৎ-তাওবা : ৩১, ১২৯; য়ূনুস : ৯০; হূদ : ১৪; আর্-রা'দ : ৩০; তা—হা : ৭, ৯৮; আল্-মু'মিনূন : ১১৬; আন্-নাম্ল : ২৬; আল্-কাসাস : ৭০, ৮৮; ফাত্তির : ৩; আয্-যুমার : ৬; আল্-মু'মিন : ৩, ৬২, ৬৫; আদ্-দুখান : ৮; আল্-হাশ্র : ২২, ২৩; আৎ-তাগাবুন : ১৩; আল্-মুয্যাম্মিল : ৯।

"লা-ইলাহা ইল্লা আনা' (আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই) মোট তিনটি আয়াতে—আন্-নাহ্ল : ২; তা—হা : ১৪; আল্-আম্বিয়া : ২৫;

এবং 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা' (তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই) একটি আয়াতে আল্-আম্বিয়া : ৮৭ এ রহিয়াছে।

আল্লাহু আকবর কথাটি হুবহু কুরআন মজীদে পাওয়া যায় না। তবে সূরা আল্-আন্আম : ১৯ এ বলা হইয়াছে—"কোন বস্তু সাক্ষ্য ব্যাপারে 'আক্বর' বলো : তিনি আল্লাহ।" সূরা আৎ-তাওবা : ৭৩ এ আল্লার সন্তোষকে, আল্-আন্কাবূৎ : ৪৪ এ আল্লার যিক্রকে এবং আয্-যুমার : ২৬ এ আখিরাতের আযাবকে আক্বার বলা হইয়াছে। আল্-মুদ্দাস্সির : ৩ এ বলা হইয়াছে 'তোমার রব্বের মহত্ত্ব ঘোষণা কর' অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলো। অনুরূপভাবে বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করিতে অর্থাৎ 'সুব্হানাল্লাহ' বলিতে হুকম করা হইয়াছে।

৬। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, শাইখুল ইসলাম ইমাম শামসুদ্দীন আল্-জাযারী তাঁহার "আল্-হিসনুল হাসীন" গ্রন্থের 'হাওকালাহ্' আধ্যায়ে [ভারতীয় ছাপা হিজরী ১৩৩১ | খৃষ্টীয় ১৯১৩, পৃষ্ঠা ২০২] "যায্যার" এর হাওয়ালাক্রমে উল্লিখিত তরজমার বিবরণ এই ভাবে দিয়াছেন :—

আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, রাঃ বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সঃ র নিকটে থাকাকালে "লা-হাওলা অলা কুওওতা ইল্লা বিল্লাহ" বলি। তখন নবী সঃ আমাকে বলেন, "তুমি কি জান ইহার ব্যাখ্যা কী?" আমি বলি, "আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন।" তখন তিনি বলেন, "ইহার ব্যাখ্যা এই—

لَاحَوْلَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِلَّا بِعِصْمَةِ اللّٰهِ وَلَا قُوَّةَ عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ اِلَّا بِعَوْنِ اللّٰهِ •

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৬৬৬। (ক) নু'মান ইব্‌ন বাশীর রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে নবী সঃ বলেন,

ان الدعاء هو العبادة

'ইহা নিশ্চিত যে, দু'আ প্রার্থনাই হইতেছে 'ইবাদাৎ—খাঁটি গোলামী।" সুনান চতুষ্টয়; তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন!

(খ) আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে নবী সঃ বলেন,

الدعاء مخ العبادة

"দু'আ হইতেছে ইবাদাতের সার।"—তিরমিযী। (৭)

(গ) আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে নবী সঃ বলিয়াছেন,

ليس شيء اكرم على الله من الدعاء

"আল্লার নিকটে কোন কিছুই দু'আর চেয়ে বেশী প্রিয় ও মূল্যবান নাই।"—তিরমিযী; ইব্‌ন হিব্বান ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৬৬৭। আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد

"আযান ও ইকামতের মাঝের সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত (না-মনযুর) হয় না।"—নাসা'ঈ ও অন্যান্যগণ-[আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন হিব্বান, আবু-য়া'লা—আল্ হিস্‌নুল্ হাসীন]; ইবন-হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।৮

৬৬৮। সাল্‌মান রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

ان ربكم حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا

এই কথাটিকে জান্নাতের অন্যতম গুপ্তধন বলার তাৎপর্য—অত্যন্ত মূল্যবান ধনকেই গুপ্তস্থানে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয় বলিয়া হাদীসটির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, এই কথাটির জন্য জান্নাতে এমন অতি মূল্যবান প্রতিদান সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, উহা প্রকাশ করা যায় না।

৭। مخ শব্দটির অর্থ হইতেছে হাড়ের ভিতরকার নরম পদার্থটি যাহাকে মজ্জা বলা হয়। মাথার মগযও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই হাদীসটির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, দু'আ বাদে ইবাদাৎ অন্তঃসারশূন্য, অচল। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সঃ বিভিন্ন হাদীসে দু'আর গুরুত্ব এই ভাবে বর্ণনা করেন। যথা,

"যে ব্যাক্তি আল্লার কাছে চাহে না তাহার প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হন।"—তিরমিযী

"যে ব্যক্তি এই বাসনা রাখে যে, তাহার বিপদ-আপদে ও কষ্টের সময় আল্লাহ তাহার প্রার্থনা মন্‌যুর করুক তাহার উচিত সে যেন আরাম ও সুখের সময়ে আল্লার নিকটে বেশী করিয়া দু'আ করে।"—তিরমিযী।

"দু'আ হইতেছে মুমিনের অস্ত্র, দীনের স্তম্ভ এবং আসমান-যমীনের [যাবতীয় অন্ধকারে] জ্যোতি।"—মুস্‌তাদ্‌রাক্ (আল্-হিস্‌নুল্-হাসীনের উল্লেখে)। ইত্যাদি।

৮। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের দু'আ প্রার্থনা করার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দেন। আর রাসূলুল্লাহ সঃ দু'আ কবুল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"ইহা নিশ্চিত যে তোমাদের রব্ব অত্যন্ত লজ্জাবান, অত্যন্ত উদার-মহান; তাঁহার কোন বান্দা যখন তাহার দুই হাত তাঁহার দিকে তুলিয়া দু'আ করে তখন তিনি ঐ হাত শূন্য অবস্থায় ফিরাইয়া দিতে লজ্জাবোধ করেন।"—তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবন মাজা; হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। [তুহ্‌ফা—শরহ তিরমিযী ৩য় খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ] (৯)

৬৬৯। 'উমর রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ দু'আ করিবার সময় যখন তাঁহার দুই হাত বাড়াইতেন তখন তিনি তাঁহার হাত দুইটি তাঁহার মুখমণ্ডলের উপর না লাগাইয়া নামাইতেন

হওয়ার জন্য অবশ্য পালনীয় শর্ত, পদ্ধতি, অবস্থা, স্থান কাল ও পাত্রের কথা বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে বলিয়া দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই; দু'আকারী যখন আমার নিকটে দু'আ করে তখন আমি তাহার দু'আ কবুল করি।" আল বাকারা ১৮৬)।

"তোমরা আমকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব; তোমরা আমার নিকট দু'আ করো আমি তোমাদের দু'আ কবুল করিব।" (আল মুমিন ৬০)।

রাসূলুল্লাহ সঃ দু'আ কবুল হওয়ার জন্য যে সব অবস্থা ও সময়ের উল্লেখ করেন তন্মধ্যে একটি এই হাদীসে বিবৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, আযান হওয়ার পরে এবং ইকামৎ বলার আগে মধ্যবর্তী এই সময়ের দু'আ কবুল হয়—অন্যান্য শর্ত, পদ্ধতি ইত্যাদি পালন সাপেক্ষে।

হাদীসে উল্লিখিত দু'আ সম্পর্কে তিরমিযীর ভাষ্য তুহফা গ্রন্থে (১ম খণ্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে যে, এই দু'আ বলিতে সর্ব প্রকার দু'আ বুঝায়, কোন নির্দিষ্ট দু'আ বুঝায় না। আর ঐ সময়ে দু'আ কবুল হওয়ার তাৎপর্য হইতেছে "দু'আর যাবতীয় শর্ত, রুকন ও মসতাহাব্ব পালন করা হইলে।" অতএব ঐগুলি কেহ যদি পালন না করে তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাওকে দোষারোপ না করে।

৯। এই হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, হাত উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া আল্লার দরবারে কোন কিছু চাহিলে আল্লাহ তাহা নিশ্চয় কবুল করেন। তাহার ফল তিনি দুনয়াতেই দেন অথবা আখিরাতের জন্য জমা রাখেন।

আযানের পরে দু'আ কবুল হয়, এ কথা পূর্বের হাদীসটিতে জানা গিয়াছে। আযানের পরে হাত তুলিয়া দু'আ করিতে হইবে কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এক দল বলেন, ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ সঃ হাত উঠাইয়াছেন বলিয়া কোন হাদীস নাই, কাজেই ঐ সময় হাত উঠাইতে হইবে না। পক্ষান্তরে ঐ সময়ে হাত না উঠাইবার কোন হাদীস না থাকায় অপর দল বলেন যে, এই হাদীস অনুসারে ঐ সময়ে হাত তুলিয়া ধরিতে হইবে।

ইমাম বুখারীর মতে দু'আতে হাত উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে। ইহা দুই ভাবে জানা যায়। প্রথমত', তিনি তাঁহার সহীহ হাদীস গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদ এই শব্দে সন্নিবিষ্ট করেন;

رفع الايدى فى الدعاء

"দুআ করিবার কালে হাত উচু করিয়া ধরা"

দ্বিতীয়তঃ ইমাম বুখারী হযরৎ উমর রাঃ র যে বাণীটি ঐ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতেও ইহা বুঝা যায়। ইবন উমর রাঃ বলেন, নবী সঃ তাঁহার দুই হাত উচু করিয়া ধরিয়া বলেন, 'হে আল্লাহ, খালিদ যাহা করিয়াছে সে সম্পর্কে আমি তোমার নিকটে আমার অসন্তোষ ও সম্পর্কশূন্যতা প্রকাশ করিতেছি।'

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে; এই দু'আতে রাসূলুল্লাহ সঃ নিজের জন্য স্পষ্ট ভাবে কিছুই চাহেন নাই; নিজের বেযারী প্রকাশ করেন মাত্র। তবুও তিনি 'আল্লাহুম্মা' যোগে এই কথা বলিতে গিয়া দুই হাত তুলিয়া ধরেন।

www.ahlehadeethbd.org

না"—তিরমিযী। ইহার সমর্থন অপর হাদীসেও পাওয়া যায়। যথা, আবূ দাউদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে ইব্ন 'আব্বাস রাঃ-র হাদীস। এই সবের সমষ্টি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, এই হাদীসটি 'হাসান' বটে। (১০)

৬৭০। ইব্ন-মাস'উদ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً

"লোকদের মধ্যে যে আমার জন্য যত বেশী রহমতের দু'আ করে ক্বিয়ামৎ দিবসে সে আমার ততই নিকটবর্তী হইবে।"—তিরমিযী; ইব্ন-হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। (১১)

১০। 'দু'আ শেষে দুই হাত মুখের উপর ফিরানো সুন্নাৎ' এই কথা জানাইবার জন্যই সংকলনকারী এই হাদীসগুলির উল্লেখ করেন। সংকলনকারী উমর রাঃ র হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু ইব্ন আব্বাস রাঃ র হাদীস উল্লেখ করেন নাই। এ সম্পর্কে অপর হাদীসগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) আবূ দাউদ:—ইবন আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, ".....অনন্তর তোমরা যখন দু'আ শেষ করো তখন তোমরা তোমাদের হাতের তালু দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল মর্দন করিও।" আবূ দাউদ এই হাদীসটিকে যা'ঈফ বলিয়াছেন। (আবূ দাউদ, ভারতীয় ছাপা ১ম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)।

(খ) আবূ দাউদ:—সায়িব ইব্ন য়াযীদ তাঁহার পিতা হইতে রিওয়াৎ করেন, "নবী সঃ যখন দু'আ করিতেন, অনন্তর তাঁহার দুই হাত উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতেন তখন তিনি তাঁহার হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মর্দন করিতেন।" এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নাই। (আবূ দাউদ, ঐ)

(গ) ইব্ন-মাজা:—ইব্ন-আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "তুমি যখন আল্লার নিকট দু'আ করিবে তখন দুই হাতের তালুর ভিতর দিক দ্বারা দু'আ করিও; উহার বাহির দিক দিয়া দু'আ করিও না। অনন্তর তুমি দু'আ শেষ করিলে তোমার হাতের তালুর ভিতর দিক দ্বারা তোমার মুখমণ্ডল মর্দন করিবে।" (ইব্ন মাজা, ভারতীয় ছাপা, ২৮৪ পৃষ্ঠা)।

আল-হিস্নুল হাসীনে পাওয়া যায় যে, ইবন হিব্বান এবং হাকিমও ইবন আব্বাস হইতে এই মর্মে হাদীস রিওয়াৎ করিয়াছেন। (আল-হিস্নুল হাসীন, ভারতীয় ছাপা, হিঃ ১৩৩১, পৃষ্ঠা ২৫)।

এই সকল হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সঙ্কলক ইব্ন হাজার 'আসকালানী বলেন, এই হাদীসটি অন্ততঃ পক্ষে 'হাসান'। কাজেই ইহার আমলযোগ্য হওয়া সম্পর্কে কোনই প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

১১। **রাসূলুল্লাহ স র উদ্দেশ্যে 'সলাৎ' পাঠ।** ইহার অর্থ হইতেছে রাসূলুল্লাহ সঃ র প্রতি রহমৎ ও দয়া করার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করা। ইহা এক প্রকার বিশেষ ধরনের দু'আ এবং এই কারণে ইহাকে দু'আ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। হাদীসে এই সলাতের দীর্ঘ, মধ্যম ও সংক্ষিপ্ত বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। দীর্ঘ গুলির মধ্যে একটি হইতেছে সলাৎ যাহা আমরা তাশাহহুদের পরে পাঠ করিয়া থাকি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার মতে 'সলাৎ' শব্দের পরিবর্তে 'দরূদ' শব্দ ব্যবহারের কোনই সার্থকতা নাই। কারণ এই দুইটিই আমাদের পক্ষে বিদেশী শব্দ, বরং 'সলাৎ' শব্দটি আমাদের ধর্মীয় মূল ভাষা আরবীর শব্দ হওয়ায় উহা ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অধিকন্তু 'দরূদ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সাধারণ মুসলিম তো দূরের কথা অধিকাংশ আলিম সাহেবদেরই অজ্ঞাত; অথচ 'সলাৎ' এর যত রূপই পাওয়া যায় তাহাদের প্রত্যেকটিতে 'সলাৎ' হইতে গঠিত কোন না কোন শব্দ থাকে। এই কারণে 'দরূদ' পরিভাষা বর্জন করিয়া 'সলাৎ' পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশা আল্লাহ বারান্তরে করিবার বাসনা রহিল।

কুরআন মজীদে সূরা আল-আহযাবের ৫৬ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওহে তোমরা, যাহারা ঈমান আনিয়াছ, নবী মুহম্মদের জন্য সলাৎ ও সালাম পাঠ কর'। এই আয়াত মতে এবং আইনের মূল সূত্র অনুসারে প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে জীবনে অন্ততঃ একবার রাসূলুল্লাহ সঃ র প্রতি 'সলাৎ' পাঠ ফরয ও অবশ্য পালনীয় হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ র উল্লেখ যখনই করা হয় তখনই তাঁহার জন্য 'সলাৎ' পাঠের প্রতি হাদীসে বিশেষ তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। এই 'সলাৎ' পাঠের বিশেষ ফযীলৎও হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই 'সলাৎ' পাঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং যিক্‌র হিসাবে কুরআন মজীদ তিলাওতের পরেই ইহার স্থান স্বীকৃত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

সাহিত্যের সুর

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরবর্তী যুগলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রচালিত সমাজের অন্তর্বিরোধ যখন প্রবল হইয়া সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরিল, নগরকে আশ্রয় করিয়া যখন ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিল, যখন নবীন বণিক-সভ্যতা সমাজের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় নব-নির্মানের আয়োজন করিল, ইউরোপীয় চিন্তাধারাতেও তখন নব-ভাবের প্লাবন আসিল। ইহাই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রেনেসঁ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রেনেসাঁ নব প্রতিষ্ঠিত নাগরিক শ্রেণীর ভাবনা সাধনার আনন্দদীপ্ত ব্যঞ্জনা। রেনেসাঁস যুগের মানুষ যেমন একদিকে অধীর উৎসাহে তরণী সাজাইয়া মহাসমুদ্রের দিকে দিকে পাড়ি দিয়াছে বাণিজ্য বিস্তারের আশায়, নব নব স্বর্ণ ভাণ্ডার অধিকারের আগ্রহে তেমনি যুগ সাহিত্যও তখন নব-জাগ্রত শ্রেণীর এই বিপুল বলদৃপ্ত গতিবেগকে ছন্দে, বর্ণে, সঙ্গীতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেক্‌স্‌পীয়রের সম-সাময়িক কালের নাট্য সাহিত্য সেই দিনেরই নৃত্যলীলা।

দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক যুগে প্রথমে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের জীবনধারা প্রচলিত গতিপথ ছাড়িয়া ভিন্নমুখী হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পরিচালনে অধিকার সম্পন্ন শ্রেণীর চিন্তাধারার সহিত মিল রাখিয়া সাহিত্যের ভাবধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যও যে এই একই পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের ধারাকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে লক্ষ্য করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কবি ভারতচন্দ্র প্রাচীন বাঙ্গলার হিন্দু সাহিত্যিকগণের শেষ রত্ন। ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত হিন্দু বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার সময় ইসলামী শাসনের পরিবর্ত্তে এই যুগে নব প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক খৃষ্টান রাজশক্তিকে সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিয়া লইবার চেষ্টায় হিন্দু বাঙালীর সমাজচিত্ত গভীরভাবে নিযুক্ত। এই সময়ে জীবন ধারণ ও সংরক্ষণের চিন্তাই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তখনকার হিন্দু বাঙালী রসসৃষ্টি করিবার অবকাশ পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ উপকরণ দিয়া সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আনিতে লাগিল এবং এই সময়ের শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিয়া নব ধারাপুষ্ট বাঙলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যশালী হইয়া উঠিল।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে-শ্রেণী সমাজ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই শ্রেণীর উন্নতি-অবনতিকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যের বিষয় বিশেষ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। কোন সদ্যপ্রবুদ্ধ শ্রেণী যখন সমাজকে আপনার প্রয়োজনমত গড়িয়া লইবার উৎসাহে কর্ম্মতৎপর, তখন তাহার সাহিত্যেও বাজিয়া উঠে অসীম বিশ্বাসের সুর, উন্নতশীল তরুণ মনের উৎসাহদীপ্ত কর্ম্মোন্মাদনা তখন সাহিত্যের মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ ও আশার ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা পরিচালনের স্থান অধিকার করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু যে দিন সচেতন হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার জীবন, তাহার ভাবনা-সাধনা সকলই নিযুক্ত হইয়াছে এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য। সমাজ ব্যবস্থায় আপনার ন্যায্য দাবী বুঝিয়া লইবার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু যেমন পাশ্চাত্য আদর্শে আপনার সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নততর, দৃঢ়তর করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বাংগীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে অস্বীকার করিবার জন্য myth বা ধূয়া সৃষ্টি করিয়াছে ভারতীয় কালচারের। বিজেতা ক্ষমতাধিকারী শ্রেণীর সমকক্ষতা প্রমাণ করিবার জন্য শিক্ষিত হিন্দু ভারতীয় কালচারের শ্রেষ্ঠত্ব মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে। তাহারই ফলে বাঙলার এই শ্রেণী সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে প্রাচীন ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া। অ্যাংলো-বাঙলার হিন্দু অভিজাতশ্রেণী তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবীর যুক্তিসংগতি ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করিবার জন্য কল্পনা করিয়াছে যে, জগতের ইতিহাসে হিন্দুর একটী বিশেষ মিশন আছে এবং সেই মিশনকে সার্থক করিবার বিরাট আদর্শ এই শ্রেণীর সকল প্রকার লৌকিক কর্ম্মকে নৈতিক সমর্থন দিতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভারতের এই বিশেষ মিশনের বাণী ধ্বনিত হইয়াছে :

"সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞ শালার খোলা আজি দ্বার
হেথায় সবারে হ'বে মিলিবারে
আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

যে-শ্রেণীর আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যিক সাধারণতঃ প্রতিপালিত যে-শ্রেণীর ভাবধারায় সাহিত্যিক পরিপুষ্ট, সমাজ ব্যবস্থায় সেই শিক্ষিত হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম স্থান লাভের আকাঙ্খা বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রমুখ উনবিংশ শতকের হিন্দু সাহিত্যিকগণের রচনায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রিক অধিকার লইয়া হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর সহিত বিজেতা রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই সময় হইতেই শুরু হইয়াছিল। তাই যখন 'আনন্দ মঠে' জীবানন্দের মুখে শুনি, "আজ বড় আনন্দ, টিলার ও-পিঠে এডওয়ার্ডস সাহেব যে আগে টিলার উপর উঠিবে, তাহারই জিত।" তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, বাস্তব জীবনে ঐরূপ অসংখ্য টিলার অধিকার লইয়া জীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রে ইংরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যে আকাঙ্খা হিন্দু বাঙালীর মনে তীব্র হইয়া উঠিতেছিল এ তাহারই সাহিত্য-রূপ। যে নবীন আকাঙ্খা লইয়া নব জাগ্রত নব-অভিজাত শ্রেণীর সমাজ ব্যবস্থায় কর্তৃত্বলাভ, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের মধ্যে উহা নিঃশেষিত হয় নাই। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর জীবনী শক্তি সমাজের বিভিন্ন বিভাগে প্লাবন আনিয়াছিল। সমাজ বা শ্রেণী বিশেষের মানুষের মন যখন ব্যক্তিত্ববোধে প্রবুদ্ধ হয়, নিজস্ব সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা যখন জাগিয়া উঠে, তখন এই আত্মচেতনবোধ সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়—"মোটামোটি বলিতে গেলে রোমা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্য্যের দিক, তাহা জীবন সমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতি চাঞ্চল্য; আর একটী দিক আছে যাহা আকাশ নীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্ত রেখার অসীমতার নিস্তব্ধ আভাষ"—(রবীন্দ্রনাথ)। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রোমান্টিক সাহিত্যের দুইটি লক্ষণ—অফুরন্ত প্রাণ প্রবাহ ও অসীম বিশ্বাস, দীপ্ত ব্যাকুলতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্য্যন্ত যে সদ্য-উদ্বুদ্ধ অভিজাতশ্রেণী সমাজ ব্যবস্থাকে নিজ প্রয়োজন মত গড়িবার আগ্রহে কর্মচঞ্চল হইয়াছিল, তাহার বাধাবন্ধনহীন গতিশীল প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্য গীতিকাব্যে, সঙ্গীতে ও নাটকে অপূর্ব রোমানটিক রসসৃষ্টি করিয়াছিল, এই সময়ের সহিত সব কিছুর মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্য দেখিয়াছে; দুঃখ ও বেদনার মধ্যেও মহা-ভবিষ্যতের বীজ অঙ্কুরিত হইবার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। এই আত্মবিশ্বাসই নব-আশায় সঞ্জীবিত সাহিত্যের মূল সুর:

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—"মানুষের জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়াইয়া গান সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরকার। বিশ্ব-জীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আবেদন।" এই যুগের সাহিত্যে রূপকের মধ্য দিয়াও উন্নত শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করিবার আকাঙ্খা ব্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লওয়া যাক:

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়ায়ে কাঙ্গালিনী মেয়ে।"

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা এই: "যেসব সমাজে ঐশ্বর্য্যশীল স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানেই সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে; সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই। আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র। সাজ করিয়া আসিয়া তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম কৈ?"

শ্রেণী বিশেষ যখন সমাজের উচ্চতম স্তরে গৌরবময় আসন অধিকার করিবার আগ্রহে অধীর, তখন বৈচিত্র্যহীন পোষমানা জীবনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই বিদ্রোহের ভাব এই সময়ের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম দান রবীন্দ্র কাব্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আরব বেদুইনের সাজে বিশাল মরুভূমির মধ্যে ঘোড়া ছুটাইবার দুর্নিবার আশা শ্রেণী-বিশেষের বলদৃপ্ত অসহিষ্ণুতার প্রতিধ্বনি, রবীন্দ্রনাথের আত্মগত ভাব এখানে অভিজাত শ্রেণীর তৎকালীন মনোভাবকে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে: "মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্র-ভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্খা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব, যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড় একটি অধৈর্য্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত, আমার প্রাণ বলিত—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।'

আশার সুর হিসাবেও দেখি:

"হবে হবে হবে জয়, হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী,
তোমার আহ্বান-বাণী, সফল করিব আমি,
হে মহিমাময়ী।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কবির এই বিশ্বাসদীপ্ত বাণী স্বাধিকার লাভে চেষ্টিত বাঙালী হিন্দু অভিজাত শ্রেণীরই অন্তরের আশ্বাসবাণী।

কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক সাহিত্যেরই প্রকাশ ভঙ্গিমার আদি, মধ্য ও অনন্তকাল আছে। একই যুগের গণ্ডির মধ্যে সাহিত্যের এই প্রকারান্তর নির্ভর করে ক্ষমতাধিকারী শ্রেণীর উন্নতি-অবনতির গতির উপরে। হৃতসর্বস্ব, গৌরবচ্যুত, ভুলুণ্ঠিত শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে প্রাণপ্রবাহের স্পন্দন ও বিশ্বাসরঞ্জিত সুরের কূজন অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিরর্থক। ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক সাহিত্য 'স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার যে উদ্দামতা দেখিয়াছিল', তাহা সদ্যপ্রবুদ্ধ আত্মবিশ্বাসপরায়ণ ফরাসী নাগরিক শ্রেণীর প্রাণ-প্রাচুর্য্যের প্রতিচ্ছবি। "ইউরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জনও শোনা গিয়াছিল।" রোমান্টিক কল্পনার অসীমতা ও প্রাণপ্রবাহ বাঙলা সাহিত্যেও বিপুল ও প্রখরগতি হইয়াছিল সেই সময়ে, যখন বাঙলার সমাজের হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর জীবনে নবজন্মের সাড়া পড়িয়াছিল। বাঙলা সাহিত্যের রেনেসাঁস বাঙলা হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুত্থান ও উন্নতির ইতিহাস। এই উন্নতির যুগের সাহিত্যে কিছুমাত্রও কুণ্ঠা নাই, কার্পণ্য নাই কোথাও সন্দেহ বা নিরাশার অবকাশ নাই। এই সাহিত্যের মূলকথা:

"আমি যে সব নিতে চাইরে,
আপনাকে আজ মেল্‌ব যে বাইরে—"

উৎসাহচঞ্চল তরুণ হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর কর্মাদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে রূপকের ভাষায়—"এই টেই হচ্ছে মানুষের সব গোড়াকার কথা আর সব শেষের; পৃথিবীতে যারা নূতন জন্মেছে, দিদিমার কাছে তাদের চিরকালের খবরটী পাওয়া চাই যে রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জ্জয়, আর ছোট্ট মানুষটী একলা দাঁড়িয়ে পণ করেছে,—বন্দিনীকে উদ্ধার করে আন্‌বে।"

বাঙলা সাহিত্যের যুগান্ত কালের কথা বলি। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বাঙলা সাহিত্যের এই রোমান্টিক রূপের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা পৃথিবীব্যাপী পরিবর্ত্তনের অংশ মাত্র। মহাযুদ্ধের ফলে বাঙলা দেশের সমাজেও অন্তর্বিরোধ ও শ্রেণীসংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; সমস্যার পর সমস্যা আসিয়া সমাজ-পরিচালক অভিজাত শ্রেণীর অবস্থাকে অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহর পর্যন্ত যে তরুণ-অভিজাত শ্রেণীর দ্রুত উন্নতি পৃথিবীর সকল সমাজের বিশেষত্বরূপে দেখা গিয়াছিল, তাহার স্থায়িত্ব আজ অনিশ্চিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাকথিত নিম্নশ্রেণী সমূহের বিরোধিতায়, নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আজ ভদ্র ও অভিজাত শ্রেণীর মরণদশা উপস্থিত। এই শ্রেণীর মানুষের জীবনে এখন একটা ভীতিময় ব্যাকুলতা আসিয়াছে, অন্তর্বিরোধকে চাপা দিয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্নে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। অতি আধুনিক সাহিত্য এই সংশয়, এই নিরাশাপীড়িত বেদনার বাণী বহন করিয়া আনিয়া বাস্তব জীবনের দুঃখ দ্বন্দ্বকেই ভাষা দিয়াছে। অভিজাতশ্রেণীর জীবনধারায় যে নিম্নমুখী গতি দেখা দিয়াছে, তাহারই ছন্দ আধুনিক সাহিত্যিকের রচনার মরণোন্মুখ রাজহংসের গতিরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আধুনিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাঙলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও এইভাবে সামাজিক গতিকে অনুসরণ করিয়াছে। বাঙলার সমাজে আজ উচ্চতর শ্রেণীর জীবন অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ফলে অনিশ্চিত হইয়াছে। সমাজের অন্তর্গত শ্রেণীসমূহের সম্পর্কের মধ্যে পরস্পর আর সামঞ্জস্য থাকিতেছে না, হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করিয়া যে 'মায়ালোক' সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আজ ভাংগিতে বসিয়াছে, সমাজ-ব্যবস্থায় ভাংগনের পূর্বাভাষ দেখা দিয়াছে। উচ্চতর শ্রেণীর অনিশ্চয়তা, নানা বিরোধী শক্তির সংঘাত—এই সমস্ত মিলিয়া সমাজের কেন্দ্রগত ভাবধারাকে নৈরাশ্যময় ও বেদনাতুর করিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের সুর এইজন্যই হতাশার সুর। অতি-ভোগ-ক্লিষ্ট দিশাহীন মন আজ মরণাকাঙ্খার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিতেছে, সমাজ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মনের অস্থিরতাকে ব্যক্ত করিতেছে। আজিকার সাহিত্যের এই নৈরাশ্যবাদ, এই মৃত্যুবিলাস, এই পরিতৃপ্ত দৈহিক কামনার কূজন সমস্তই মরণোন্মুখ সমাজের সমষ্টিগত ভাবাদর্শের প্রতিধ্বনি। বাহিরের সঙ্গে জীবনের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আজিকার মানুষের মনের অনির্দিষ্ট বেদনার সুর রোদনের ভাষায় ফুটিয়া উঠিতেছে। আধুনিক কাব্য-সাহিত্য গাহিতেছে :

"ছটা নাই ছন্দ নাই, তবু তুলি লইনু তূলিকা
অশ্রু দিয়া লিখে যাই একখানি নিষ্ফল লিপিকা"

এই নিরাশা-পীড়িত সমাজের সাহিত্য নৈসর্গিক রূপের মধ্যেও তাহার দুঃখকে প্রতিপালিত করিয়া বলিতেছে :

দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি, অস্তশিখর পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি, মৃত্যুশয়ান, রক্ত বমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন, বৃথা গায়ত্রী গান,
রাত্রি আসিয়া ডেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান;
সেই রাত্রির তারায় তারায় জ্বলে অসংখ্য জ্বালা
আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু উষার শিশিরমালা।

আর একদিক হইতে রেনেসাঁস যুগের ও অর্থ সংকটকালের সাহিত্য তুলনা করিয়া দেখাইব। একই নৈসর্গিক রূপ কালের ব্যবধানে কবি-চিত্তে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবের আবেদন জাগাইয়াছে। জাগরণের যুগ-সাহিত্যের মধ্যে আশার দীপ্তি ও শান্ত সমাহিত ভাবরস প্রধান, ভাঙ্গনের যুগ-সাহিত্যের মধ্যে ক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য এবং অন্তর্দাহের তীব্রতা প্রবল। সমুদ্রের সৌন্দর্য্য এই দুই কালের কবিচিত্তে যে বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি জাগাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে কবির ভাষণ :

"অতল গম্ভীর তব,
অন্তর হইতে কহো সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদ মন্দ্রের মত, স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তা-তপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি,
সর্বাঙ্গে, সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা
বলো তারে, শান্তি শান্তি! বলো তারে ঘুমা ঘুমা, ঘুমা!"

মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের কবি কণ্ঠে শুনি :

"সব গেছে আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা উতরোল।
ঊর্ধে শূন্য নিম্নে শূন্য—শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধির সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।
হে মহান, হে চির বিরহী
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার,
নমস্কার!
নমস্কার লহ!!
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ।"

আজিকার সাহিত্যের মরণের মধ্যে জীবনকে সমাপ্ত করার অসুস্থ কামনা বাস্তব জীবনের অবসন্নতাকে প্রতিপালিত করিতেছে। প্রাক্ যুদ্ধকালের সাহিত্যে অকারণ মরণ কামনার ব্যাকুলতা নাই। সে-যুগের সাহিত্যে পাই :

"চাহি না মরণ আমি চন্দ্রমার মত
পক্ষ ধরি, তিলে তিলে ক্ষয়ের যাতনা।
হোক না জীবন দীর্ঘ, হ'তে পারে যত,
চারি পাশে তারা দল করুক অর্চ্চনা"

আধুনিক সাহিত্যে মরণাকাঙ্খা নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে :

www.ahlehadeethbd.org

"কাফুরের মত ফুরায়ে ফতুর আমি যবে যাবো উবে,
মুচকি হাসিয়া চাঁদ যেন উঠে, রবি যেন উঠে পূবে
নয়নে কাজল দিয়া
উলু দিয়ো সখী, তব সাথে নয়, মৃত্যুর সাথে বিয়া।
তোমাদের তরে ভাই
অক্ষয় থাক এই পৃথিবীর অফুরাণ পরমাই,
আমি যবে যাবো মরে,
ডালিমের ডাল নুয়ে পড়ে যেন নবীন পুষ্প ভরে।"

ইংরাজী সাহিত্যেও ইহার সাদৃশ্য পাই :

"She came in with twilight noiselessly
Fair as rose, immaculate as Truth
She leaned above my wrecked and
wasted youth
And then she kissed my dry hot lips and eyes
Kiss thou, the next kiss, quite Death I pray"

আজিকার অভিজাত শ্রেণীর মানুষ যেমন জীবনের কোনখানেই সুস্নিগ্ধ শান্তির আশ্বাস পাইতেছে না, অতীত ও ভবিষ্যৎ কোনদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াই তাহার গৌরবময় পরিণতি সম্বন্ধে ভরসা দেখিতেছে না, তেমনি সাহিত্যও এই নিরাশাকে ফুটাইয়া তুলিয়া কহিতেছে :

"অক্ষয় দুর্বল আমি, নিঃসম্বল নীলাম্বর তলে
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু
কোন স্বর্ণ রেখাদীপ্ত উষাকালে
আজ তার নাহিক আভাষ।"

কবির কণ্ঠে আজ প্রদীপ্ত উৎসাহের সুরে বাজিতেছে না :

"ভবিষ্যতে মুখোস খানা
খসাবো এক টানে—
দেখাবো তারেই বর্তমানের কালে।"

সমগ্র সমাজ-চিত্তের গতির সহিত সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করিবার পদ্ধতিটুকু মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলাম। সাহিত্যের লোকায়ত ব্যাখ্যাকে পরিস্ফুট করিতে হইলে বিভিন্ন যুগ-সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া সমাজের গতি প্রবাহের সহিত ইহার সংযোগ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত আদর্শ হিসাবে যদি কোন সাধারণ সূত্র রচনা করার প্রয়োজন থাকে, তবে সাহিত্য-সমালোচক Saine এর ভাষায় বলা যায়—"The artistic family is situated within a larger community, namely the surrounding world whose taste conforms with that of the school."

যে সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যিক সম্প্রদায় অবস্থিত, তাহার ভাবাদর্শের সহিত উচ্চ সাহিত্যিক গোষ্ঠির ভাবাদর্শের সামঞ্জস্য থাকে।

পরিশেষে আর একটি কথায় ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎটুকু দিয়া প্রবন্ধের দাঁড়ি টানিব। জনসাধারণের মত আমার মনেও রস পিপাসার যে আকাঙ্খা আছে, যাহা সাহিত্যকে যাচাই করিয়া, বিচার করিয়া উপভোগ করিতে চায় না, যাহা সাহিত্যের ভাববস্তুকে অনুবীক্ষণের সাহায্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করিয়া সাহিত্যের আনন্দরসটুকু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ, সেই আকাঙ্খাকে অস্বীকার করিয়া কোন কথা এই প্রবন্ধে বলা হয় নাই। নানা যুগ-সাহিত্যের প্রাণের স্পন্দনে যে মাত্রা-বৈচিত্র্য দেখিতে পাইয়াছি, তাহা যে সমাজচিত্তের গতিচ্ছন্দেরই প্রতিধ্বনি, এইটুকু ব্যক্ত করিতে যাইয়া আমি সাহিত্যের আনন্দ সৃষ্টির দিককে, গভীর রসোপলব্ধির দিককে কোন খানেই অবহেলা করি নাই। প্রবন্ধের বিষয় বহির্ভূত বলিয়া তাহা আলোচিত হয় নাই মাত্র। সাহিত্যের এই আনন্দ সৃষ্টির দিক যাহা জটিল হইতে জটিলতর ভাবাবেদনের দ্বারা মানুষের নিবিড় রসাকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করে, তাহাকে আমি শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইতেছি।

[কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত : মাসিক মোহাম্মদী ষষ্ঠ বর্ষ : ২য় সংখ্যা হইতে সংকলিত।]

www.ahlehadeethbd.org

সলাৎ ও যকাৎ এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক

—শাইখ আবদুর রহীম

(গত সংখ্যার পর)

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি মতে মানুষ ও আল্লার মধ্যে গোলাম-মালিকের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সলাৎ ও যাকাতের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলাম এবং সেই সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকেও ইঙ্গিত করলাম।

কুরআন মজীদে মানুষ ও আল্লার মধ্যে গোলাম-মালিক সম্পর্ক ছাড়া আর একটি সম্পর্কেরও সন্ধান পাওয়া যায়, তা হচ্ছে মহব্বৎ ও ভালবাসার সম্পর্ক, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক। কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াতে আল্লাহ নিজেকে মুমিনদের বন্ধু বলে এবং কোন কোন আয়াতে মুমিনদেরে নিজের বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, (২: ২৫৮, ৩: ৩১, ৮: ৩৪)। মানুষকে প্রেমিকের স্থানে এবং আল্লাকে প্রেমাস্পদের স্থানে ধারণা করে ইসলামের রুকন পাঁচটির ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যায়:

আল্লাহ সম্পর্কে ঈমান ও জ্ঞান মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হ'লে তার অন্তরে স্বভাবতঃ আল্লার প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। পার্থিব অনুরাগের প্রথম অবস্থায় দুনিয়ার প্রেমিক মাত্রেরই যে অবস্থা হয় আল্লার প্রেমিকের সেই অবস্থা প্রকাশ পায় সলাতের মধ্যে। অনুরাগের প্রথম অবস্থায় মানুষ প্রেমাস্পদের গুণপনা বর্ণনায় শতমুখ হয়ে ওঠে: প্রেমাস্পদের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা শুনতে ভালবাসে এবং যেখানেই যে কেও তার প্রেমাস্পদের গুন বর্ণনা করতে থাকে সেখানেই সে আকুল আগ্রহে যোগ দিয়ে থাকে, এমন কি সে কখনো কখনো প্রেমাস্পদের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনেই ভাবে বিভোর ও তন্ময় হ'য়ে ওঠে। সলাতেও প্রেমিক-মানুষের সেই অবস্থা ঘটে। সে আল্লার গুণপনা বর্ণনায় আত্মহারা হয়ে ওঠে; ভাবে বিভোর ও বিহ্বল হয়ে তাঁকে সে নিজের সামনে উপস্থিত দেখে। অনন্তর সে তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে, তাঁর সামনে ভূলুণ্ঠিত হয়ে নিজ প্রেম নিবেদন করে। এ ক'রতে ক'রতে তার মনে যখন এই ভাব জাগে যে, সে তার প্রেমাস্পদের অনুরাগ ও দৃষ্টি আকর্ষণে অক্ষম র'য়ে গেলো তখন সে অনুরাগের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখে। মানুষের পার্থিব অনুরাগের দ্বিতীয় ধাপ হ'চ্ছে প্রেমাস্পদের নিকট উপহার সওগাৎ, উপঢৌকন ইত্যাদি পাঠানো। তাই আল্লার প্রেমিক মানুষ তখন প্রেমাস্পদ আল্লার অনুরাগ ও ভালবাসা আকর্ষণের জন্য এই দ্বিতীয় উন্নততর পন্থা অবলম্বন করে এবং খুঁজে বেড়ায় কী ভাবে নিজ অর্থ, নিজ ধন সম্পদ ব্যয় করলে তাঁর মন পাওয়া যাবে। তখন সে যাকাৎ দিতে এবং প্রেমাস্পদের অনুমোদিত অপর সকল খাতে অর্থ ব্যয় করতে আরম্ভ করে। এই ভাবে যাকাৎ আল্লার প্রেমিক মানুষের কার্যকলাপে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে বসে। এ ক'রেও যখন তার মনে এ কথা জাগে যে, না; এতেও তো তাঁর মন পাওয়া গেলো না, তখন সে হতাশে বিদগ্ধ হ'য়ে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে বসে; বরং পানাহারের কথা সে একেবারে ভুলেই যায়। তখন তার অবস্থা আধা পাগলের মতো হ'য়ে ওঠে। ঘরে খাবার থাকতেও খায় না, শুলেও ঘুম আসে না, ফলে সারা রাত জেগে জেগে প্রেমাস্পদের গুণ গানে সে মশগুল থাকে। আল্লার

www.ahlehadeethbd.org

প্রেমিক মানুষ এমনি ক'রে তৃতীয় ধাপে রমযানের সিয়াম পালনে এবং রমযানের রাত্রির কিয়াম সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে। এই কঠোর সাধনা ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ একটি মাস অতিবাহিত করার পরে আল্লার প্রেমিক মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, দুনয়ার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে কেবলমাত্র তাঁরই শরণাপন্ন না হ'লে তাঁর কৃপা দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হবে না, তখন দুনয়ার সাধারণ প্রেমিক মানুষ শেষ অবলম্বন হিসেবে যা' ক'রে থাকে তাই করতে আল্লার প্রেমিক মানুষ অগ্রসর হয়। মানুষ যেমন সব শেষে প্রেমাস্পদের দুয়ারে গিয়ে মাথা কুঁটে মরতে থাকে তেমনি আল্লার প্রেমিক মানুষ আল্লার দুয়ারে গিয়ে তাই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। ফলে, মক্কার কাবাঘরকে আল্লার ঘর জ্ঞানে তখন আল্লার প্রেমিক মানুষ প্রেমে উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে পাগলের বেশে একটি মাত্র সাদা খেলো লুঙ্গি পরে, একটি সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে খোলা মাথায় আল্লার ঘরের চার পাশে পাগলের মত বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে থাকে; একবার এ পাহাড়ে যায়, একবার ও পাহাড়ে যায়; একবার এ মাঠে, একবার ও মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে; আর এইসব চীৎকার করতে থাকে হাযির, হাযির, হে আল্লাহ, হাযির; لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك তুমিই যে আমার একমাত্র প্রেমাস্পাদ। لاشريك لك হাযির لبيك; সকল প্রশংসা ও সকল সম্পদ তোমারই—রাজক্ষমতাও তোমারই, ان الحمد والنعمة لك والملك তুমিই আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ لاشريك لك

কুরআন মজীদে ও রসূলুল্লাহ সঃ র হাদীসে সলাৎ ও যকাতের একমাত্র উল্লেখ ক'রে যে ভাবে সলাতের পরেই যকাতের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কুরআন মজীদের কমপক্ষে যে ৩৬টি আয়াতে সলাৎ ও যকাতের একত্র উল্লেখ র'য়েছে তা মোটামুটি তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(প্রথম তালিকা) নয়টি আয়াতে সলাৎ ও যাকাৎ শব্দযোগে সলাৎ ও যাকাতের আদেশ এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

(দ্বিতীয় তালিকা) আঠারটি আয়াতে সলাৎ ও যাকাত শব্দযোগে মুমিনদের প্রশংসা ও তাদের সফলতার উল্লেখ এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের নিজ নিজ উম্মতকে নির্দেশ দান ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে।

(তৃতীয় তালিকা) নয়টি আয়াতে সলাৎ শব্দের সাথে যাকাৎ শব্দ ব্যবহার না করে বরং অন্য শব্দ যোগে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম তালিকায় যে নয়টি আয়াৎ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ছয়টিতে রয়েছে اقيموا الصلوة واتوا الزكوة "সলাৎ যথাযথ ভাবে সম্পাদন কর এবং যকাৎ দান কর" (২: ৪৩, ৮৩, ১১০; ৪: ৭৭; ২৫: ৫৬; ৭৩: ২০); দুইটিতে اقيموا স্থলে فاقيموا রয়েছে (২২: ৭৮, ৫৮: ১৩) অর্থ একই; এবং একটিতে রয়েছে নবী সঃ র বিবিদের প্রতি এই দুইয়ের একত্র আদেশ واقمن الصلوة واتين الزكوة বলিয়া; অর্থাৎ "হে নবীর বিবিগণ! তোমরা সলাৎ যথাযথ ভাবে সম্পাদন কর ও যকাৎ দান কর (৩৩: ৩৩)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে যে আঠারোটি আয়াৎ পাওয়া যায় তার মধ্যে এগারোটিতে মুমিন-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দের বিবরণ প্রসংঘে (২: ১৭৭, ২৭৭; ৪: ১৬২; ৫০: ৫৫; ৯: ৭১; ২২: ৪১; ২৩: ১—৪; ২৪: ৩৭; ২৭: ৩; ৩১: ৪; ৯৫: ৫); ৪ ইহাতে দুইটিতে কাফিরদিগকে আক্রমণ করা হইতে বিরত হওয়ার শর্ত হিসেবে (৯: ৫, ১১;); ৫ একটিতে মসজিদের পরিচালন প্রসঙ্গে (৯ : ১৮;); ৬ একটিতে পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে (২১: ৭৩); ৭ একটিতে মূসা আঃ-র কওমকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ দান প্রসংগে (৫: ১২); ৮ একটিতে ঈসা আঃ-র উক্তির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বর্ণনা প্রসংগে (১৯: ৩১); ৯ এবং একটিতে ইসমাঈল আঃ-র পরিবারের প্রতি ইসমাঈল আঃ-র নির্দেশ দানের মধ্যে (১৯: ৫৫); ১০ সলাৎ ও যকাতের একত্র উল্লেখ র'য়েছে।

তৃতীয় তালিকায় কমপক্ষে যে নয়টি আয়াৎ পাওয়া যায় তার মধ্যে যাকাৎ শব্দের পরিবর্তে

৪। যে এগারোটি আয়াতে মুমিনদের বিবরণ প্রসঙ্গে সলাৎ ও যাকাতের একত্র উল্লেখ র'য়েছে সেগুলো এই—

(১) আল্-বাকারা: ১৭৭—"পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, মালাইকার প্রতি, আল্লার কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে, ধন-মালের প্রতি ভালবাসা সত্বেও নিজ আত্মীয়দেরে, য়াতীমদেরে, অসহায়দেরে, ভিক্ষুকদেরে ও গোলামদের (মুক্তি) ব্যাপারে ঐ ধন-মাল দান করে; সলাৎ যথাযোগ্যভাবে সম্পাদন করে ও যাকাৎ দান করে; কোন চুক্তি করলে উহা পালনকারী হ'য়ে থাকে এবং ব্যাধি-যন্ত্রণায়, অভাব-অনটনে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল হ'য়ে থাকে। তারাই সত্যকথা ব'লেছিল এবং কেবলমাত্র তারাই মুত্তাকী-ধার্মিক"।

২। আল্-বাকারা: ২৭৭—"যারা (অন্তরে) ঈমান রে'খে নেক কাজগুলো ক'রে চলেছে; সলাৎ যথাযথভাবে সম্পাদন এবং যাকাৎ দান ক'রে চ'লেছে; তাদের জন্য তাদের রব্বের নিকটে তাদের প্রাপ্য প্রতিদান র'য়েছে। তাদের জন্য কোন ভয়ও নেই এবং তারা হতাশও হ'বে না।"

(৩) আন্-নিসা: ১৬২—"কিতাবীদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা এবং খাঁটি মুমিনেরা সলাৎ সম্পাদনকারী, যাকাৎ দানকারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী থে'কে (হে নবী) তোমার প্রতি যা নাযিল করা হ'য়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হ'য়েছিল সে সবের প্রতি ঈমান রাখে। ওদেরই আমি সত্বর মহান প্রতিদান দিব।"

(৪) আল্-মায়িদা: ৫৫—[হে মুমিনগণ,] "তোমাদের বন্ধু হ'চ্ছে একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঐ মুমিনেরা যারা সলাৎ যথাযথভাবে সম্পাদন করে ও যাকাৎ দান করে এবং আল্লার হুকমের সামনে বিনত থাকে।

(৫) আৎ-তাওবা: ৭১—"মুমিন পুরুষেরা ও মুমিনা স্ত্রীলোকেরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা ন্যায়ের আদেশ করে, অন্যায় থেকে বারণ করে, সলাৎ সম্পাদন করে, যাকাৎ দান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ পালন করে। ওদেরেই আল্লাহ সত্বর দয়া করবেন।"

(৬) আল্-হাজ্জ: ৪১—"(মুমিন তারাই) যাদেরে আমি পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রলে সলাৎ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্পাদন ক'রবে, যাকাৎ দান ক'রবে, ন্যায়ের আদেশ ক'রবে এবং অন্যায় থেকে বারণ ক'রবে। আর সকল ব্যাপারেরই শেষ পরিণতি আল্লার হাতে।"

(৭) আল্ মু'মিনূন : ১—৪—"ঐ মুমিনেরা সফলকাম হলো, যারা নিজেদের সলাতে বিনয়ী ও নম্র থাকে ; যারা অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর ব্যাপার থেকে পরাঙ্মুখ থাকে আর যারা যাকাৎ পালনকারী হইয়া থাকে।"

(৮) আন্ নূর : ৩৭—"কতক লোক এমন র'য়েছে যাদেরে ব্যবসায় বা কেনা-বেচা আল্লার যিক্র্ সলাৎ সম্পাদন ও যাকাৎ দান থেকে ভুলি'য়ে রাখে না।"

(৯) আন্ নাম্ল্ : ২—৩—"[এই কুরআন] ঐ সব মুমিনের জন্য পথ প্রদর্শন ও সুসংবাদ যারা সলাৎ কায়িম করে ও যাকাৎ দান করে এবং তারাই আখিরাতের প্রতি যথাযোগ্য বিশ্বাস রাখে।"

(১০) লুকমান : ৩—৪—সূরা আন্ নাম্লের ২—৩ এর প্রায় অনুরূপ।

(১১) আল্-বাইয়িনা : ৫—"কিতাবীদেরে কেবল-মাত্র এই আদেশই করা হইয়াছিল যে, তারা যেন সকল ধর্ম-নামধারী অধর্ম থেকে মুখ ফিরি'য়ে নি'য়ে একমাত্র ইসলামের অনুসারী হ'য়ে তাদের ইবাদৎকে আল্লার উদ্দেশ্যে খালিস ক'রে একমাত্র আল্লারই গোলামী করতে থাকে এবং সলাৎ কায়িম করে ও যকাৎ দান করে। এই হ'চ্ছে দৃঢ় ভিত্তির ওপরে স্থাপিত জাতির ধর্ম।"

৫। আয়াৎ দুটি এই : - (১) আৎ-তওবা : ৫—"মুশরিকেরা যদি শির্ক থেকে তওবা করে ও ফি'রে আসে, সলাৎ কায়িম করে ও যাকাৎ দান করে তাহ'লে তাদের পথ ছে'ড়ে দাও অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও।"

(২) আৎ-তাওবা : ১১—"মুশরিকেরা যদি শিরক থেকে ফি'রে আসে, সলাৎ কায়িম করে ও যাকাৎ দান করে তাহ'লে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই হ'য়ে যায়।"

৬। আয়াৎটি এই, আৎ-তওবা : ১৮—"আল্লার মসজিদগুলোর যত্ন তারাই নি'বে যারা আল্লার ও শেষ দিবসটির প্রতি ঈমান রাখে, সলাৎ কায়িম করে ও যাকাৎ দান করে এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কাওকে ভয় করে না।"

৭। আয়াৎটি এই, আল্ আম্বিয়া : ৭৩—"উল্লিখিত নবী ও রাসুলদেরে আমি লোকের অনুসরণীয় ইমাম করি। তারা আমার আদেশমত চলে। আরো আমি তাদের প্রতি কল্যাণকর কাজ করার জন্য এবং সলাৎ কায়িম করার ও যাকাৎ দান করার জন্য অহ্ই পাঠাই।"

৮। আয়াৎটি এই, আল্ মায়িদা : ১২—"আল্লাহ ইসরাইলীদের নিকট থেকে পাকা ওয়াদা নেন। আমি তাদের মধ্য থেকে বারো জন নেতা মনোনীত করি। আল্লাহ ইসরাইলীদেরে আরো বলেন, "আমি নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি সলাৎ কায়িম কর ; যাকাৎ দান কর ; আমার রাসুলদের প্রতি ঈমান রেখে তাদেরে সাহায্যপুষ্ট করতে থাক এবং আল্লাকে উত্তম ধার-করয দিতে থাক তাহ'লে আমি তোমাদের অপরাধগুলো অবশ্যই ঢেকে ফেলবো (অর্থাৎ মাফ ক'রে দেবো) এবং তোমাদেরে অবশ্যই এমন জান্নাৎসমূহে স্থান দেবো যার তলদেশ দিয়া নদীসমূহ প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে।"

৯। আয়াৎ নয়টি এই, মার্য়াম্ : ৩১—('ঈসা আঃ বলেন,) "আর আমি যেখানেই থাকি আল্লাহ আমাকে বরকৎময় করেন এবং আমি যতকাল জীবিত থাকি আমাকে সলাৎ ও যাকাতের জন্য আদেশ করেন।"

১০। আয়াৎটি এই, মার্য়াম্ : ৫৫"আর ইসমা'ঈল নিজ পরিবার পরিজনকে সলাৎ ও যাকাতের আদেশ করতেন।"

www.ahlehadeethbd.org

يُنفِقُونَ রয়েছে চারিটিতে (২ : ৩ ; ৮ : ৩ ; ২২ : ৩৫ ; ৪২ : ৩৮) ; يُنفِقُوا রয়েছে একটিতে (১৪ : ৩১) ; أَنفِقُوا রয়েছে দুইটিতে (১৩ : ২২, ৩৫ : ২৯) ; একটিতে রয়েছে نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (৭৪ : ৪৪) এবং একটিতে রয়েছে وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (৭০ : ২৪) ; ১১

এই ছত্রিশটি আয়াতে বিভিন্নভাবে সালাতের সংগে যাকাতের উল্লেখ ছাড়

১১। আয়াতটি এই, (১) আল্-বাকারা : ৩—"(কুরআন মজীদে ঐ সব মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ র'য়েছে) যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে, সালাৎ কায়িম করে এবং আমি তাদেরে যে রিয্‌ক্ দিয়েছি তা থেকে আল্লার পথে ব্যয় করে।"

(২) আল্ আন্‌ফাল : ৩—"(মুমিন তারাই যারা ...।) যারা সলাৎ কায়িম করে এবং আমি তাদেরে যে রিয্‌ক্ দিয়েছি তা' থেকে আল্লার পথে ব্যয় করে।"

(৩) আল্ হাজ্জ : ৩৫—"(আল্লার চরম ভক্ত তারা) যাদের কাছে আল্লার যিক্‌র করা হ'লে তাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠে, তাদের প্রতি কোন বিপদ পৌঁছলে তারা সহিষ্ণু ও ধৈর্যবান থাকে, সলাৎ সম্পাদনকারী থাকে এবং আমি তাদেরে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে আল্লার পথে ব্যয় করে।"

(৪) আশ্ শূরা : ৩৮—"(ঐ লোকদের জন্য আল্লার নিকটে স্থায়ী মঙ্গল রয়েছে যারা ঈমান এনেছে; তাদের রব্বের উপর পূর্ণ ভরসা রাখে···।) আর যারা তাদের রব্বের আহ্বানে সাড়া দেয় সলাৎ কায়িম করে তাদের কাজ পরস্পরে পরামর্শ দ্বারা স্থির হয় এবং আমি তাদেরে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে আল্লার পথে ব্যয় করে।"

(৫) আর্ রা'দ : ২২—"(এই কুরআন হইতে ঐ বুদ্ধিমানেরা শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লার সাথে সম্পাদিত চুক্তি পালন করে···) আর যারা আল্লার সন্তোষের সন্ধানে ধৈর্যধারণ করে। সলাৎ কায়িম করে এবং আমি তাদেরে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লার পথে ব্যয় করে।"

(৬) ফাতির : ২৯—"এ কথা নিশ্চিত যে, যারা আল্লার কিতাব অধ্যয়ন করে, সলাৎ কায়িম করে এবং আমি তাদেরে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে আল্লার পথে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসায়ের আশা রাখে যা কখনই ক্ষতিজনক হইবে না।"

(৭) ইবরাহীম : ৩১—আমার যে বান্দারা ঈমান এনেছে তাদেরে (হে নবী) ব'লে দাও তারা যেন সলাৎ কায়িম করে এবং যে দিবসে বেচা-কেনা ও বন্ধুত্ব বলিতে কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না, সেই দিবস আসার আগে আমি তাদেরে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে তারা যেন আল্লার পথে ব্যয় করে।"

(৮) আল্ মা'আরিজ : ২২—২৪—"(মানুষমাত্রই অত্যন্ত অধীর, লোভী ও কৃপণ ঐ মুসল্লীগণ বাদে) যারা তাদের সলাতে স্থায়ী এবং যাদের ধন-সম্পদে যাচ্‌ঞাকারী ও প্রচ্ছন্ন অসহায়ের নির্দিষ্ট প্রাপ্য রয়েছে।"

(৯) আল্ মুদ্‌দাস্‌সির : ৪২—৪৪—"[জান্নাতের অধিবাসীগণ যখন জাহান্নামী পাপীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে] ব'লবে তোমাদের কোন্ ব্যাপারে জাহান্নামে নিয়ে গেলো?" তখন পাপীগণ বলবে "আমরা মুসল্লী ছিলাম না; এবং মিসকীনকে খাদ্য দান করতাম না।"

(১০) আল্ মুদ্‌দাসসির : ২২—২৪—"[জান্নাতের অধিবাসীগণ যখন জাহান্নামীদিগকে জিজ্ঞাসা ক'রবে "তোমাদেরে কোন্ ব্যাপারে জাহান্নামে পৌঁছালো?"] তখন পাপীগণ বলবে, "আমরা মুসল্লী ছিলাম না, এবং মিসকীনকে খাদ্য দান করতাম না।"

www.ahlehadeethbd.org

أنفقوا، فانفقوا، وأنفقوا، انفقوا، فلينفق، لينفق، ينفقون تنفقون، لتنفقوا، تنفقوا প্রভৃতি শব্দযোগে বহু আয়াতে আল্লার অনুমোদিত পথে যকাৎ ও নফল দান খয়রাত দানের জন্য মুমিনদের যেভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হ'য়েছে তাতে যকাতের গুরুত্ব চরমভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গোলাম-মালিক ও প্রেম-প্রেমাস্পদের ভিত্তি ছাড়া আরও কয়েকভাবে যাকাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হ'য়ে থাকে। তা হ'চ্ছে মানুষের মনের অন্যতম কাল রোগ ধন-লিপ্সা ও কৃপণতার উচ্ছেদ ও বিনাস সাধন ক'রে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির ভারসাম্য রক্ষা করা এবং বৃহত্তর মানুষ সমাজের কল্যাণ সাধন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য শাহ উলীউল্লার হুজ্জতুল্লাহিল বালিগা ২য় খণ্ড ৩০—৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ইমাম গাযালীর মতে যাকাৎ হ'চ্ছে আল্লার প্রতি মুমিনের অনুরাগের পরীক্ষা (ইম্‌তিহান)। তিনি মানুষ ও আল্লার মধ্যে মহব্বৎ ও ভালবাসার সম্পর্কের উপর ভিত্তি ক'রে যাকাৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দেখুন ইহ্‌য়াউল্ 'উলূম, মিসরীয় ছাপা ১৩২২, প্রথম খণ্ড ১৫৪ পৃঃ।

[মূল প্রবন্ধটি ইসলামিক একাডেমীর উদ্যোগে ১৮ই জুন, ১৯৬৭ ইং তারীখে একাডেমী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে পঠিত।]

www.ahlehadeethbd.org

অধ্যাপক আবদুল জব্বার বেগ

সমাজ ও সুবিচার

সুবিচার (আদ্‌ল) মানব-সমাজের সংহতি ও তরক্কীর আদি কথা। একে মনুষ্য-সমাজের জীবনী শক্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এটি এমন এক আদর্শ যা কেবল মানুষের সুস্থ বিবেকই উপলব্ধি করতে পারে। সুবিচারের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।১ পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতরাও স্বীকার করে থাকেন যে, সুবিচার নৈতিক আদর্শের একটা জরুরী মাধ্যম এবং এর বাস্তবায়নের পূর্ব শর্ত।২ (Justice is an essential medium for the moral ideal, an apriori condition for its realization). সুবিচারের সাথে আইনকানুনের সম্পর্কটাও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, "আইনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে—ব্যক্তিমানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করা, তৎসঙ্গে গোটা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা।"৩ অতএব মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, মানুষের সুস্থ বিবেক, নৈতিক চেতনাবোধ ও সুষ্ঠু আইনকানুন—এই ত্রিবিধ মহৎ-ভাবধারাই মানবগোষ্ঠিকে সুবিচারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

"সকলের জন্য ন্যায়ানুগ সমান সুযোগ-সুবিধা দান করাকেই সৈয়দ কুতুব সুবিচার বা আদল বলে আখ্যায়িত করেছেন।৪ Justice এর সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, এই শাশ্বত আদর্শের ব্যবহারিক রূপ মানব সমাজে সভ্যতার শুরু হ'তেই সূর্যরশ্মির মত বিকীর্ণ হ'য়ে আসছে। এর প্রয়োগ কোন দেশ বা কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। তাই এই মৌলিক আদর্শের চিরন্তনতা অনস্বীকার্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, "The customs, conditions and laws of states and communities may change with the changing times; but justice remains the same in all ages and among all peoples, since it is based neither upon man's conception of what Justice really is, nor upon his administration of what he calls justice, but upon the intrinsic and inherent rights of all, born of the social equality of all before the law"৫ অর্থাৎ, পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদরা একথা বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্রীয় ও সাম্প্রদায়িক রসম-রেওয়াজ, অবস্থা ও আইন পরিবর্তনসাপেক্ষ হ'লেও চিরকাল সুবিচার কার্য অব্যাহত রয়েছে; কেননা, সুবিচার কার্য মানুষের প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থা বা বিচার সম্পর্কীয় ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়; সুবিচারের অধিকার সার্বজনীন এবং তা আইনের সামনে সকলের সমান থাকবার সামাজিক নীতির উপর নির্ভরশীল।"

একটু ঘুরিয়ে বললে একথা বলা যায় যে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গও একথা মেনে নিচ্ছেন যে, আল্লার সৃষ্ট এই জগতে সুবিচার কার্যের ধারা আল্লার স্বাভাবিক বিধান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুসারেই নিরন্তর জারি রয়েছে ; বিভিন্ন যুগে খুদার প্রেরিত পুরুষ - নবী ও রাসূলগণ মানব সমাজকে আদল ও ইনসাফ কায়েম করার শিক্ষাই দিয়ে আসছেন। তাই, বিভিন্ন যমানায় বিভিন্ন রীতি-নীতি ও শরা-শরীয়ত জারি হওয়া সত্ত্বেও আদলের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মানব সমাজকে যদি একটি দেহের সঙ্গে তুলনা করি, তবে সুবিচার হচ্ছে এই সমাজদেহের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত বিশুদ্ধ রক্তপ্রবাহ। দৈহিক সুস্থতার জন্য বিশুদ্ধ রক্তের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যেমন অবৈজ্ঞানিক, সামাজিক সুস্থতার জন্য সুবিচারের অপরিহার্যতা অগ্রাহ্য করাও তেমনি বাতুলতামাত্র। যে সমাজে সুবিচারের প্রচলন সুষ্ঠু, সে সমাজ তত নীরোগ, সুস্থ ও সতেজ। সুবিচারের অবনতিতে সমাজের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, সমাজ রুগ্ন ও পঙ্গু হয়। অন্য একটি তুলনা দ্বারাও সুবিচারের গুরুত্ব বোঝানো যেতে পারে। সুবিচার-নীতি ও সুবিচার কার্য যেন গোটা মানব সমাজের জন্য অক্সিজেন সদৃশ। অক্সিজেন গ্যাসের অভাবে যেরূপ ব্যক্তি মানুষের প্রাণহানি ঘটে, সমষ্টিগত মানুষের জন্যও অক্সিজেনের অভাব তেমনি জীবন নাশকর। পৃথিবীতে মানব সমাজে কখনও ন্যায়নীতি ও সুবিচারের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি বলেই মানব গোষ্ঠির এখনও লয় হয়নি।

সুবিচারের অনুপস্থিতিতেই অবিচার ও অনাচারের রাজত্ব কায়েম হয়। অবিচার যেন অক্টোপাশের মত সমাজদেহকে নিষ্পেষিত করে, অকালে সমাজদেহকে গ্রাস করে ফেলে। অবিচার বিষধর নাগিনীর সঙ্গেও তুলনীয়। এর বিষাক্ত ছোবল সমাজদেহে বিষক্রিয়ার সঞ্চার করে ; ফলে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠে। আরও বলা যায়,—অন্যায় অবিচার যেন একটি বিষবৃক্ষ যার বেশুমার শাখাপ্রশাখা রয়েছে।

চৌর্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, অন্যায় ভোগদখল, শোষণ, নিপীড়ন, খুন-খারাবি, ফেতনা-ফাসাদ, ঘুষ ও সুদের আদান প্রদান, অন্যের সুযোগ সুবিধা হরণ, তোষণ, আইনের অপব্যবহার দ্বারা অন্যের অহিতসাধন, ব্যভিচার ইত্যাদি সামাজিক অন্যায় অবিচারের শাখা-প্রশাখা। সমাজ-দার্শনিক ইবনে খলদুন বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি হ'তে জোর-জবরদস্তি শ্রম আদায় করা হয়, কিংবা কারও বিরুদ্ধে অন্যায় দাবী চাপানো হয়, অথবা শরীয়ত অনুমোদন করে না এমন কাজ-কারবার অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে অবিচার করা হয়। অন্যায়ভাবে কর (tax) আদায় করাও অবিচার।...যারা অন্যের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে তারাও অবিচার করে।৬" জগতে কেবল ক্ষমতাসীন ও বিত্তশালী ব্যক্তিরাই বড় বড় অবিচার করে থাকে—ইবনে খলদুন একথা মনে করতেন।

অবিচার মানুষের বিকৃত বিবেকের উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতার পাশবিক স্বার্থচেতনার বহিঃপ্রকাশ ; এই কারণেই অবিচার-অত্যাচার ক'রে একশ্রেণীর মানুষ পৈশাচিক তৃপ্তি লাভ করে থাকে। মানবেতিহাসে এমন অনেক নজীর আছে। এই অবিচারই সমাজের সকল অমঙ্গলের উৎস ; সকল কদাচারের জনক ; সকল অনাসৃষ্টির হেতু। অবিচার অপ্রতিহতভাবে চলছে বলেই সমাজটা এত অশান্ত, এত ক্ষুব্ধ, এত সংঘর্ষমুখর, এত প্রতিশোধপরায়ণ ; এইজন্যই মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সৌহার্দ্যের বদলে বৈরিতায় পর্যবসিত হচ্ছে, মিলনের আনন্দের স্থলে বিয়োগাত্মক পরিণতির অনাসৃষ্টির সূচনা করছে। অর্থনৈতিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বা সামরিক ক্ষমতার বলে যখন একজাতি দুনিয়ার অন্যজাতির উপর অন্যায় কর্তৃত্ব ও অবিচার করছে, তখন রণদামামা বেজে উঠছে, জান ও মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, জাতিতে জাতিতে বিরোধ ক্রমেই বাড়ছে, মৈত্রী বিলীন হচ্ছে, দুনিয়ার বুক হ'তে শান্তি নিরাপত্তার নাম-নিশানা অবলীলাক্রমে মুছে যাচ্ছে। বর্তমান দুনিয়ায় অবিচার-অনাচারের আঘাতে যেন নিখিল মানবতার বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে গগনে-পবনে মর্মভেদী আর্তনাদের তুমুল ঝড় উঠছে।

অন্যায় ও অবিচার অবাধে চলতে থাকলে মানুষের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত ও পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে; এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। পিতামাতার পক্ষপাতিত্বে পুত্রদের মধ্যে কলহ-কোন্দল সৃষ্টি হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জবরদস্তিমূলক ব্যবহারে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠে ফেতনা-ফাসাদ বাধে, পারিবারিক শান্তি ও অখণ্ডত্ব নষ্ট হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মকর্তাদের শোষণ চলতে থাকলে সাধারণ সদস্যদের সাথে তাদের টক্কর লাগে, ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় ও ক্রমে সেগুলি ধ্বংসের দিক এগিয়ে যায়। ভূস্বামীর অন্যায় দাবী দাওয়া আরোপের ফলে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের মনে বিক্ষোভ জমা হয়; পরিণামে তা কৃষক বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মিল মালিকদের (Mill-owners) অবিচারমূলক শোষণনীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও লক্ আউটরূপে বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠির শোষণ ও দমননীতির বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন, এমনকি সামরিক অভ্যুত্থানও সংঘটিত হয়। সারা দুনিয়ার ইতিহাস এর সাক্ষ্য। শোষণের প্রতিবাদে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের পতন ঘটিয়ে ফরাসী বিপ্লব এসেছে; রাশিয়ার অত্যাচারী জালেম জার (Czar) গোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুগপৎ শোষণের বিরুদ্ধে বলশেভিক বিপ্লব ঘটেছে। বিশ্বব্যাপী প্রতাপশালী সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি—শোষক ও অত্যাচারী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠিরও আজ পতন ঘটছে। অত্যাচারীরা অন্যকে শোষণ ও দমন করতে যেয়ে নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মহানবী বলেছেন: "বনী ইসরাইল বংশের পতন (ধ্বংস) হবার অন্যতম কারণ এই ছিল যে, তারা গরীবদেরকে উৎপীড়নের একশেষ করত, আর ধনীদেরকে বেকসুর খালাস দিত।"৭

সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খলদুন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জাতিসমূহের ইতিহাস পাঠ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "অবিচার সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে।"৮ তিনি প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলেছেন যে, অন্যায় অবিচারের ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা বিবেচনা করেই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) জুলুমকে হারাম বলে চিহ্নিত করেছেন।

সুবিচারকেই ইসলামের পরিভাষায় আদল ও ইনসাফ বলা হয়। আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুবিচার হচ্ছে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মজবুত পদক্ষেপ, মহানুভবতা ও প্রীতি বন্ধনের সোপান (১৬ : ৯১) কুরআন মজীদ মুসলিমদের প্রতি এই অর্ডিন্যান্স জারি করেছে যে, তোমরা সুকৃতিতে (আমর বিল্ মা'রুফ) অংশ গ্রহণ কর, অন্যদেরকেও উৎসাহিত কর এবং দুষ্কৃতির (মুনকার) প্রতিরোধ কর। এর উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া থেকে দুষ্কৃতি ও অবিচার যেন নির্বাসিত হয়। আল-কুরআনে বারবার ঘোষিত হয়েছে যে, আল্লাহ্

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জুল্‌ম করেন না; অত্যাচারী-অনাচারী জালেম-দেরকে পছন্দ করেন না। এবং তিনি অত্যাচারী জাতিকে সুপথে পরিচালিত করেন না। আল্লাহ্ খোদ উত্তম সুবিচারক; তাই, তিনি তার বান্দা-দেরকেও সদাচারী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচারকরূপে দেখতে ইচ্ছুক।

কুরআন শরীফ নিরপেক্ষভাবে একে অন্যের প্রতি আদল্ ও ইনসাফ করার শিক্ষা দেয়,—

"হে বিশ্বাসীগণ! সুবিচারের কাজে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ হও, যদিও তা (তোমাদের) পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়, কিংবা কোন ধনাঢ্য বা দরিদ্রের বিরুদ্ধেও হয়, কেননা আল্লাহ তাদের উভয়েরই নিকটবর্তী; অতএব তোমরা প্রবৃত্তির দাসত্ব করো না—যা তোমাদেরকে ভ্রষ্ট করে (সত্যপথ হ'তে); তা তোমাদেরকে বিপথগামী করে। দেখ, আল্লাহ তোমাদের কার্য সম্পর্কে সুঅবহিত।" (৪ : ১৩৫)

"....এবং তোমরা যখন বিভিন্ন মানুষের বিচার কর, ইনসাফের সঙ্গে বিচার করবে।" (৪ : ৫৮)

এমন সত্যিকার মুসলিম নরপতি অত্যাচারী হ'তে পারেন না, সুদখোর ও শোষক কায়েমী স্বার্থবাদীরাও প্রকৃত মুমিন নয়। মুমিনের পরিচয় এই যে, সে খোদাভীরু, সুবিবেচক ও সুবিচারক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অন্যায় ও অবিচার কার্যে কারও সহযোগিতা করাও—অন্যায় কার্যে অংশ গ্রহণ করারই নামান্তর, সমানভাবে দূষনীয় ও ক্ষতিকর। এই জন্য হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন: "অন্যায় কাজে নিজ জাতির সহযোগিতা করার উদাহরণ এই যে তোমার উট কুয়ায় পড়ে যাচ্ছিল আর তার লেজ ধরে তুমিও সাথে সাথে পড়ে গেলে।" ৯

যতদিন মুসলিম জাতি সদাচার ও সুবিচারের আদর্শ ভ্রষ্ট হয়নি, ততদিন তাদের বিজয় বৈজয়ন্তী ধরার ধূলিতে অবলুণ্ঠিতও হয়নি। সুবিচারের পথ থেকে এরা যতই দূরে সরে গেছে, ততই এরা লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আজও কি বে-খেয়াল মুসলিম জাতির এই হত-চেতনার পুনর্জাগরণ হবে না?

প্রমাণপঞ্জী :—

(১) Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol VIII, article—"Justice."

(২) Ibid.

(৩) The Encyclopaedia Americana, Vol 16,

(৪) Social Justice in Islam, by Sayyid Qutub.

(৫) Thc Encyclopaedia Americana, Vol 16.

(৬) Muqaddima, Vo II (Tr. by F. Rosenthal).

(৭) হজরতের জীবন নীতি—ডক্টর গোলাম মকসুদ হিলালী।

(৮) Muqaddima Vol II.

(৯) "ইসলামের জীবন পদ্ধতি—মাওলানা মওদুদী।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মীর আবদুল মতীন এম, এ ॥

দুর্নীতি

ছিন্ন যেখানে ধর্ম বিধান
নাই মর্য্যাদা ন্যায় নীতির
কি করে রোধিবে বিপ্লবী তুমি
ভীষণ বন্যা দুর্নীতির ?

সন্ধ্যা মলিন সূর্য্য মেঘলা
পিছনে তাহার রাতের ফাঁদ
কালো সাজে ঘেরা আকাশের বুক
সভয়ে লুকায় আশার চাঁদ।

সাম্যের ঐ হিমানী তুফানে
যৌবন গতি যায় থেমে,
কাপুরুষ মনে পরাজয় ভীতি
চারিদিক যেন আসে নেমে।

নীতি আজ কোথা ? প্রাণহীন সব,
দুর্নীতি বিষে মৃত জাহান,
সভ্যতার নাম অসভ্য আচার
জালিম হস্ত শক্তিবান।

যন্ত্র সভ্যতা গড়িছে শত্রু
মারণযন্ত্র যম দূতের,
সভ্য ও জ্ঞানী অভিমানী ওরা
প্রতীক মূর্তি ভূত প্রেতের

শ্মশান বিহারী মৃত্যু বিলাসী
শোণিত পিয়াসী জনগণের
শাসিছে শোষিছে শঙ্কা ত্রাসনে
প্রকাশি ঘৃণ্য পশু মনের।

শোষক ও শোষিত দুইটি কাতার
মানুষে মানুষে ভাগ করে
ভূত ভবিষ্যত আর বর্তমানে
কোটি মজলুম কেঁদে মরে।

নবীজীর পর এলেন খলিফা
তার পিছে এল মা'বিয়া রাজ
এখনো চলিছে সেই শাহী রীতি
শোষণ ও তোষণ করে বিরাজ।

ছলতানাতের শক্তি যোগাল
দীন গরীবের লাল রুধির
অন্তরে ওরা নর শোষক
বাহিরে বিরাট জাতীয় বীর।

সারাটা বিশ্বে এই অভিনয়
শক্তি মাতালে মনোবিকার,
আপাত মধুর ভাষণ মুখর
ব্যক্তি স্বার্থ করে শিকার।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্ন :— অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা মহাজন বা ধনী লোকদের নিকট হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া অভাবের সময় নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে, নগদ মূল্যে দাম আদায় করা তাহাদের ক্ষমতা বহির্ভূত বিধায় মহাজনদের নিকট হইতে কিছু দিনের সময় চাহিয়া লয়। দ্রব্যাদি এইরূপ বাকী খরীদ করিতে গেলে মালিকগণ উপস্থিত বাজার দর অপেক্ষা অধিক পরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করিয়া সেই মূল্যের বিনিময়ে বাকী বিক্রয় করিতে সম্মত হন এবং অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র-পীড়িত ব্যক্তিরা অনন্যোপায় হইয়া মালিকগণের নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্যাদি বাকী খরীদ করিয়া লইতে বাধ্য হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, শরীঅতের বিধানে এরূপ ক্রয় বিক্রয় দুরস্ত কিনা ?

উত্তর :—দারিদ্র পীড়িত ও অভাবগ্রস্তদের পক্ষে নগদ মূল্যে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করা অসম্ভব হইলে বাকী বা ধারে ক্রয় করার নিয়ম রসূলুল্লাহ সঃ র যামানায়ও প্রচলিত ছিল। বুখারী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে জননী আয়েশা রাঃ র প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد وفي رواية للبخارى ثلاثين صاعا من شعير.

"বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ সঃ জনৈক ইয়াহুদীর নিকট হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মুহ্লতে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একটি লৌহ-বর্ম ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। বুখারীর অপর এক রেওয়ায়তে বলা হইয়াছে যে, হুযূর সঃ ইয়াহুদী হইতে ত্রিশ সা' যব খরীদ করিয়াছিলেন।"—বুখারী : (১) ২৭৮, ৩৪১ ও ৪০৯ পৃষ্ঠা ; মুসলিম : (২) ৩১ পৃষ্ঠা ; ইবনে মাজা : ১৭৮ পৃষ্ঠা এবং তিরমিযী : (১) ১৫৭ পৃষ্ঠা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ত্রিশ সা' যবের মূল্য ছিল তখন এক দীনার। এক বৎসরের সময়ের মী'আদে, সেই মূল্যেই রসূলুল্লাহ সঃ উহা খরীদ করিয়া লন এবং মূল্য আদায় করার সময় পর্যন্ত সেই যবের মালিক আবূ শাহম যাফর ইয়াহুদীর নিকট 'যাতুল ফুযূল' নামক লৌহ-বর্মখানি বন্ধক স্বরূপ রাখিয়া দেন। উহা ছাড়াইয়া লওয়ার আগেই রসূলুল্লাহ সঃ র মহা-প্রয়াণ ঘটে। হুযূরের ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক নির্ধারিত মূল্য—এক দীনার শোধ করিয়া বর্মটি ছাড়াইয়া লন।

রসূলুল্লাহ সঃ যখন যাহা পাইতেন তাহাই মুক্ত হস্তে দান করিয়া দিতেন, যাহার ফলে ভবিষ্যতের জন্য অবশিষ্ট কিছুই থাকিত না। অনেক সময় এমন অবস্থা হইত যে, অর্থাভাবে ধারে বা বাকী খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন এবং মূল্য আদায় না করা পর্যন্ত লৌহ-বর্ম প্রভৃতি রেহেন স্বরূপ রাখিয়া দিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

ধনশালী মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বাকী বা ধারে ক্রয় না করিয়া অমুসলিম ইয়াহুদীর নিকট হইতে এই জন্যই তিনি ধারে ক্রয় করিতেন যে, মুসলমানদের নিকট হইতে লইলে হয়ত মূল্য গ্রহণ করিতে তাঁহারা অস্বীকার করিতেন এবং বিনা মূল্যে সেই দ্রব্য তাঁহারা রসূলুল্লাহ সঃ র প্রয়োজন মুহূর্তে দিতে চাহিবেন। এই জন্য তিনি ইয়াহুদীর সঙ্গে এরূপ ক্রয় বিক্রয় করিতেন এবং যামানত স্বরূপ নিজের কোন মূল্যবান বস্তু রাখিয়া দিতেন। ইহা কিন্তু বায়ে 'সলম্' বা 'সলফ' নহে। বায়ে ছলম বা সলফের তাৎপর্য হইতেছে কেবল করয বা ধারে ক্রয়-বিক্রয় করা। এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উপস্থিত বাজার দর অপেক্ষা বেশী মূল্য দেওয়া বা নেওয়ার কোন কথা নাই।

একদা সাহাবী হযরত যায়েদ ইবন আরকাম (রাঃ উম্মে মুহিব্বা নাম্নী এক মহিলার নিকট হইতে একটি দাস কিম্বা দাসী ধারে খরীদ করিয়াছিলেন এবং যেহেতু মূল্য বিলম্বে আদায়ের কথা ছিল সেই জন্য দাস বা দাসীর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা দুইশত দিরহাম অধিক লিখাইয়া সর্বমোট আটশত দিরহাম ধার্য্য করিলেন। তারপর তাঁহার নগদ অর্থের প্রয়োজনে খরীদা গোলাম বা বাঁদীটী পুনরায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলে উক্ত উম্মে মুহিব্বা ই ন্যায্য মূল্য—ঐ ছয় শত দিরহাম নগদে উহা খরীদ করেন। এতদশ্রবণে জননী আয়েশা (রাঃ) উম্মে মুহিব্বাকে বলিলেন :

بئس ما اشتريت وبئس ما شريت

"তুমি যে ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছ তাহা কতই না মন্দ!"

জননী আয়েশা রাঃ সাহাবী হযরত যায়েদ রাঃ-কেও অনুরূপ বলিলেন। তখন উম্মে মুহিব্বা বলিলেন :

ارأيت ان خذت راس مالي ورددت عليه الفضل فقالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

"ধরুন, যদি আমি আমার মূলধন রাখিয়া অতিরিক্ত অর্থ তাহাকে ফেরৎ দিয়া দেই? তখন (হযরত আয়েশা রাঃ) আল্লার ভাষায় বলিলেন, "যাহার প্রতি প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট হইতে উপদেশ বাণী আসে এবং সে বিরত হয় তবে পূর্ব কৃতকর্মের জন্য তাহার উপর কোন দোষ বর্তে না।"—তাবাকাতে ইব্ন সা'আদ: (৮) ৩৫৭ পৃঃ; দারকুৎনী: ৩১১ পৃঃ; বয়হাকীর সুনানুল কোবরা: (৫) ৩৩০ পৃঃ। ইব্নে হযম (রহঃ) তদীয় মুহাল্লায় ৯ম খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠায় উক্ত রিওয়ায়াতের সনদে আবু ইসহাকের স্ত্রীকে অপরিচিত বলিয়া হাদীসটিকে জইফ বলিয়াছেন, কিন্তু মুহাক্কিক মুহাদ্দীসগণ ইব্নে হযমের দাবী রদ করিয়া দিয়াছেন।

হাফিয যয়লায়ী 'তনকীহ' এর বরাতে বলিয়াছেন :

هذا اسناد جيد

অর্থাৎ এই সনদ অতি উত্তম এবং আবু ইসহাকের স্ত্রী মশহুর হাদীস বর্ণনাকারিণী নির্ভরযোগ্য মেয়েদের মধ্যে অন্যতম। বাজারের প্রচলিত দর-ভাও উপেক্ষা করিয়া নূতন দর-ভাও বাঁধিয়া দেওয়ার অবৈধতা সম্বন্ধে বিভিন্ন কেতাবে চারিজন সাহাবী হইতে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। হানাফী ফিক্হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেদায়ায় উল্লেখিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

لا تسعروا فان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ٠

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"তোমরা নিজ হইতে দর-ভাও বাঁধিয়া দিও না, কারণ আল্লাহ তা'আলাই দর কমবেশী করার মালিক এবং তিনিই রূযীদাতা।"

হেদায়ার গ্রন্থকারের উধৃতি মুতাবিক হাদীসের لا تسعروا শব্দটির প্রমাণপঞ্জী যদিও আমাদের জানা নাই, তথাপি উহার সমর্থন অন্য হাদীসে পাওয়া যায়। দর-ভাও ধার্য করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وانى لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبنى بمظلمة من دم او مال .

"বস্তুতঃ আল্লাহই হইতেছেন দর কম-বেশী করার মালিক এবং রূযীদাতা। আমি আশা করি যে, আল্লার সহিত আমি এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিব যে অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কেহই আমার উপর জান বা মালের কোনরূপ অত্যাচারের দাবী উত্থাপনকারী হইবে না।"—আবু দাউদ : (২) ১৩৪ পৃঃ, ইব্‌নে মাজা : ১৬০ পৃঃ ও তিরমিযী (১) ১৬৯ পৃঃ।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বাজারকে উপেক্ষা করিয়া দর-ভাও নিজের খেয়াল-খুশীমত ঠিক করিয়া লওয়া বড় রকমের অত্যাচার এবং গুরুতর অন্যায় কার্য। রসূলুল্লাহ সঃ এমন অন্যায় কাজ কখনও করেন নাই এবং উহার প্রতি তাঁহার সমর্থনও ছিল না—থাকিতেও পারে না।

হাফিয যয়লায়ী বলিয়াছেন—হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি দারেমী (৩৩৯ পৃঃ), মসনদে বায্‌যার, মসনদে আবী ইয়া'লা ও সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় হাদীসটি অনুরূপ মর্মে আবূ হুযাইফা সাহাবী হইতে তাবারাণী কবীরের বরাতে মাজ্‌মাউয্ যাওয়ায়েদে (৪) ১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় হাদীসটি হযরত ইব্‌নে আব্বাসের প্রমুখাৎ তাবারাণীর সগীরে (১৬১ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ হাদীসটি হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাঃ-র প্রমুখাৎ নিম্নরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

ان الله هو المسعر اني لارجو الله ان القاه وليس احد منكم يطالبنى فى دين ولا دنيا .

"বস্তুতঃ দর-ভাও ধার্য্য করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আমি আল্লার নিকট হইতে এই আশা পোষণ করিতেছি যে, আমি এমন অবস্থায় তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিব, যে অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কেহই আমার দীন ও দুন্য়া ব্যাপারে আমার নিকট কোনরূপ দাবী উত্থাপনকারী হইবে না।"—মাজ্‌মাউয্ যাওয়ায়েদ (৪) ৯৯ পৃষ্ঠা।

আল্লামা আবদুর রব মুহাদ্দিস মসনদে আহমদ এবং তাবারাণী 'আওসাতের' বরাতে এই হাদীসের উল্লেখ করার পর বলেন :

فمن حاول التسعير فقد عارض الخالق ونازعه فى مراده .

"যে ব্যক্তি নিজ হইতে দর-ভাও বাঁধিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করিয়াছে এবং মূল লক্ষ্যের মধ্যে তাঁহার সহিত বিসম্বাদ করিয়াছে।"—ফায়যুল কাদীর : (২) ২৬৬ পৃষ্ঠা।

অধিক মূল্যে বাকী বিক্রয় করার প্রতি যাহাদের প্রবণতা রহিয়াছে তাহাদের প্রতি কঠোর

www.ahlehadeethbd.org

হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا الى دينكم •

"যখন তোমরা অধিক মূল্যে বাকী ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিবে, গরুর লেজ ধরিয়া কৃষি কাজে সন্তুষ্ট হইতে থাকিবে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ পরিত্যাগ করিবে তখন তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলা এমন অপমান চাপাইয়া দিবেন যে, তোমরা নিজেদের দীনের দিকে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেই অপমান তোমাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে না।"—আবু দাউদ : (২) ১৩৪ পৃষ্ঠা।

হাফিয যয়লায়ী তদীয় 'নসবুর্‌রায়া' গ্রন্থে বলিয়াছেন, এই হাদীসটি আবু ইয়া'লা এবং আবুবকর বায্‌যারও স্ব স্ব মসনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয যয়লয়ী আরও বলেন যে, ইমাম আহমদ কিতাবুয্‌যুহ্‌দে উপরোক্ত হাদীসটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

عن ابن عمر رض قال اتى علينا زمان وما يرى احدنا انه احق بالدينار والدرهم من اخيه المسلم ثم اصبح الدينار والدرهم احب الى احدنا من اخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم ذلا انتهي

قال وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات انتهي •

"হযরত ইবন ওমর রাঃ র বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, আমাদের এমন এক যুগ ছিল যখন আমাদের কেহই একথা মনে করিত না যে, অপর মুসলমান ভ্রাতা হইতে সে তাহার দীনার ও ও দিরহামের অধিক হকদার। অতঃপর দীনার ও দিরহাম আমাদের অনেকের নিকট তাহার মুসলমান ভ্রাতা হইতে বেশী প্রিয় হইয়া গিয়াছে। আমি রসূলুল্লাহ সঃ কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন জনগণ দীনার ও দিরহামের ব্যাপারে কৃপণতা শুরু করিবে এবং ধারে অধিক মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করিবে, গরুর লেজুরের অনুসরণ করিবে (অর্থাৎ কৃষিকার্যে মশগুল হইয়া যাইবে) ও আল্লার রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করিবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর বিপ্লতী বর্তাইয়া দিবেন।"

হাফিয যয়লায়ী আরও বলিয়াছেন যে, এইমর্মে মসনদে আহমদে আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসের মর্মে ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন :

العينة ان يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه الا بنسيئة وقال ابن عقيل انما كره النسيئة لمضارعتها الربا، فان الغالب ان البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالاجل •

"আল্ 'ঈনা' শব্দটির তাৎপর্য হইতেছে কাহারও নিকট কোন দ্রব্য আছে কিন্তু সে শুধুমাত্র উহা ধারেই বিক্রয় করিতে চায়। আবুল উফা ইব্‌নে আকীল (রহঃ) বলেন, ধারে বিক্রয় এইজন্যই বাঞ্ছনীয় নয় যে, উহা সুদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারে বিক্রেতার উদ্দেশ্য হয় সময়ের কারণে অধিক মূল্য লাভ।"—মুগনী (৪) ২৫৭ পৃষ্ঠা। সাহাবা তাবেয়ীগণও ইহাকে হারাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ (রহঃ) নিজের কর্মচারীগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তোমাদের অঞ্চলে আলঈনার প্রচলন আছে—উহা "اخت الربا" বা সুদের বোন—মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে মুগনী (৪) ২৬০ পৃষ্ঠায় আরও বলা হইয়াছে :

قال ابن المنذر اجمعوا على ان المسلف اذا شرط على المستسلف زيادة فاسلف على ذالك ان اخذ الزيادة على ذالك ربا......ولانه عقد ارفاق وقربة فاذا شرط فيه الزيادة اخرجه من موضوعه ٠

"ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুনযির বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ একথার উপর একমত হইয়াছেন যে, ধারে বিক্রেতা ধারে ক্রেতার উপর যখন বেশী মূল্যের শর্ত আরোপ করে এবং খরিদ্দার নিরুপায় হইয়া বিক্রেতার নির্ধারিত মূল্যে খরিদ করিয়া লয়, তখন নিশ্চয় বিক্রেতার ঐ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করা সুদ হইবে। যেহেতু অগ্রবিক্রয় খরিদ্দারের প্রতি সহানুভূতিমূলক আচরণ, সুতরাং যখনই ন্যায্য মূল্যের অতিরিক্ত লওয়ার শর্ত আরোপ করিল তখন বায়এ সলফের ধারা বা নিয়ম হইতে উহা বাহির হইয়া গেল। সলম্ বা সলফের তাৎপর্য সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে কাইয়েম (রহঃ) বলেন :

والتحقيق انه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار فى العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد الفاظها ونفس بيع الاعيان الحاضرة التى يتاخر قبضها يسمى سلفا اذا عجل له الثمن......وهو الذى يسمى بيع المفاليس فانه يكون محتاجا الى الثمن وهو مفلس وليس عنده فى الحال مايبيعه ٠

"প্রকৃত প্রস্তাবে (সলফ ও সলম) শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং বেচা-কেনা যে শব্দ দ্বারা সম্পাদন হয় তাহার আসল তাৎপর্য ও মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বস্তু—শুধুমাত্র শব্দের সহিত সম্পর্কই উহার লক্ষ্যবস্তু নহে। এমন কোন উপস্থিত বস্তুর বিক্রয় করা যাহার মূল্য অগ্রিম গ্রহণ করা হয় অথচ সেই বিক্রীত মাল গ্রহণ বিলম্বিত হয় তাহাকে সলফ বা সলম বলা হয় এবং একপ বিক্রয়কে দরিদ্রদের বিক্রয়ও বলা হয়; কেননা দরিদ্র বিক্রেতা মূল্যের মুখাপেক্ষী অথচ তাহার নিকট বিক্রীত বস্তু বর্তমান নাই।" (যাদুল মাআদ)

ইমাম বুখারী এ সম্পর্কিত অধ্যায় রচনায় যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতেই উহার অর্থ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যায়টির নাম।

باب السلم الى من ليس عنده اصل

"যাহার নিকট মূল দ্রব্য নাই তাহার সহিত বায়-এ সলম বা ধারে বেচা কেনার অধ্যায়।"

এই অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফ এবং আবদুর রহমান ইবনে আবজা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন :

كنا نسلف نبيط اهل الشام فى الحنطة والشعير والزبيب فى كيل معلوم الى اجل معلوم ٠

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"আমরা (সাহাবীগণ) সিরিয়া প্রদেশের কৃষকদের সহিত গম, যব, কিশমিশ নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধারে বেচা-কেনা করিতাম।"

এই হাদীসটি বুখারী শরীফের একাধিক অধ্যায়ে উধৃত হইয়াছে। ধারে বিক্রয়ের এই নিয়ম প্রচলনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দরিদ্র কৃষকগণের অভাব বিদূরিত হইয়া তাহারা যেন যথা নিয়মে কৃষিকার্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারে। এরূপ ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দ্রব্যের পরিমাণ প্রচলিত নিয়ম মুতাবিক পরিমিত কাঠার মাপে অথবা বাটখারার ওজনে সুনির্দিষ্ট হইত। অর্থাৎ বাজারে যে ওজন প্রচলিত ছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উহা নির্ধারিত হইত—কাহারও ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী মোতাবেক নয়। সুতরাং যদি কেহ তাহার নিজস্ব কোন পাথর অথবা কোন কাঠা দেখাইয়া বলে "আমার এই পাথরের ওজনে বা কাঠার মাপে দিতে হইবে" তাহার এরূপ কথা দ্বিবিধ কারণে বৈধ হইবে না। প্রথমতঃ উহা পরিবর্তন হওয়ার বা হারাইয়া যাওয়ার আশংকা আছে এবং দ্বিতীয়তঃ হাদীসে وزن معلوم এবং كيل معلوم শব্দগুলি উল্লেখিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে معلوم অর্থ معروف অর্থাৎ পরিচিত ও সর্বজনবিদিত। অনুরূপ অপর হাদীসে سعر معلوم শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। سعر معلوم অর্থ হইতেছে সর্বজন স্বীকৃত সাধারণ বাজার দর। এই হাদীসের আলোকে যদৃচ্ছভাবে দর নির্ধারণ করিয়া দেওয়া বৈধ হইতে পারে না। যেমন বাজারে প্রচলিত ৪০ সেরের মনের পরিবর্তে ৬০ সেরের মন অথবা ৫ সেরের কাঠার পরিবর্তে ঘরোয়া ৮ সেরা কাঠায় লওয়ার কোন সঙ্গতি নাই তেমনি বাজারে প্রচলিত দরের উধে سعر معلوم শব্দে যদৃচ্ছ ভাবে দর বাঁধিয়া দেওয়ার অধিকার শরীঅতে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة ٠

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের বাজারে প্রচলিত দরের মধ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের উপর চড়াদর চাপাইয়া দিল কিয়ামত দিবসে তাহাকে অত্যধিক উত্তপ্ত আগুনে বসাইয়া দেওয়া আল্লার উপর ওয়াজিব হইয়া যাইবে।"—মসনদে আহমদ, হাকিম, তাবারানী প্রভৃতি। (তরগীব ও তরহীব ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

অতএব প্রচলিত বাজার দর হইতে ধারের জন্য অসহায় দরিদ্রদের নিকট সলফ বা সলমের বাহানায় অতিরিক্ত দর আদায় করা সুদেরই পর্যায়ভুক্ত। পৃথিবীতে যখন এরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়া যাইবে এবং বিভিন্ন ব্যবসার নামে মুসলমানগণ সুদ খাইতে আরম্ভ করিবে তখনই আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আকাশের বৃষ্টি কামিয়া যাইবে, ফলে দেশে অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। ইহা আমাদের জন্য চরম অভিশাপ ও মহা বিপদ। ধনীদিগের কর্তব্য হইতেছে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, কেননা গরীবদের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি করিলে আল্লাহ পাকের সাহায্য ও সহানুভূতি সহজলভ্য হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে সর্বপ্রকার সুদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার দয়া ও রহমতের অধিকারী করুণ। আমীন।

—আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

দেশে বিদেশে

পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা :

পূর্বপাকিস্তানের নদীসমূহে পানিস্ফীতি এবং প্লাবন প্রতিবার্ষিক এক ব্যতিক্রমহীন স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এবারও উহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই, সংবাদে প্রকাশ রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম ও সদর মহকুমা, মোমেনশাহী জিলার জামালপুর ও টাঙ্গাইল, ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ, ফরিদপুর জিলার সদর ও গোয়ালন্দ, কুষ্টিয়া জিলার সদর ও চুয়াডাঙ্গা, সিলেটের হবিগঞ্জ ও মৌলবী বাজার এবং চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার পানিতে ডুবিয়া গিয়া উক্ত এলাকা সমূহের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে এক সঙ্কট জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করিয়াছে।

মেঘনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, গোমতি, গোড়াই, সুরমা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, কুমার ও সঙ্গ নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে উপরোক্ত এলাকা সমূহের আউস ও আমন ধান এবং পাটের বিস্তর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। কোন কোন এলাকার ঘর বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, গৃহপালিত পশু পানির মধ্যে দিন রাত কাটাইতেছে। স্থানে স্থানে গরু ছাগল, হাঁস মুর্গী ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জিলার পূর্বসীমায় অর্থাৎ যমুনার পশ্চিম পারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মিত হওয়ায় জিলার ভিতরাংশ শুষ্ক রাখিয়া যমুনার বুকে অবস্থিত চর এলাকাগুলি ডুবাইয়া দিয়া ১৪ আনা ফসল নষ্ট করিয়া দিয়াছে। পাবনা জিলার বেড়া, সুজানগর ও সাঁথিয়া থানার অধিকাংশ কৃষক এক মুঠ আউশ ধানও কাটিতে পারে নাই। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দামও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ অধিকাংশ নদীর পানি হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু করালগ্রাসী পদ্মা, তিস্তা, যমুনা ও গোরাই নদীর পার-ভাঙ্গার কাজ স্তব্ধ হয় নাই। এই পার-ভাঙ্গার ফলে বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং আরও বহু জনপদের অস্তিত্ব নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

নদীর প্লাবন ও পার-ভাঙ্গার সমস্যা পূর্ব-পাকিস্তানে এক গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যা একদিকে উপদ্রুত এলাকার অধিবাসীগণকে সীমাহীন দুর্দশায় নিপতিত, নিঃস্ব ও পথের ভিখারী করিয়া ছাড়ে, অপর দিকে ধান প্রভৃতি ফসলের বিপুল ক্ষতি সাধন করিয়া দেশের খাদ্য সমস্যাকে প্রকট করিয়া তুলে।

এই সমস্যা লইয়া প্রতি বছরই পত্র পত্রিকায় আলোচনা চলে। সরকারও অবস্থার মুকাবেলার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালাইয়া যান। স্বল্প মেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা স্থানে স্থানে কার্যকরী করা হইয়াছে। ইহাতে ফল হয়ত কিছু হইয়াছে কিন্তু সমস্যা স্থানে ব্যাপক এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে ফল তেমন আশাপ্রদ হইতে পারে না। জানা গিয়াছে, প্রদেশে শীঘ্রই একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বন্যার সমুদয় কার্যকারণ সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়া বন্য নিয়ন্ত্রণের উপযোগী ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রিশ পেশ করা হইবে। বন্যায় জনগণের অবর্ণনীয় দুর্গতি ও কোটি কোটি টাকার ক্ষয় ক্ষতি এবং খাদ্য ঘাটতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আধুনিক বিজ্ঞান, টেকনিক্যাল স্টাফ ও বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার আলোকে মানবীয় ক্ষমতায় যাহা করা সম্ভব তাহা আর কালবিলম্ব না করিয়া পূর্ণ উদ্যমে করিয়া যাওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

পাটের সর্বনিম্ন মূল্য

সরকার এবার মওসুমের শুরুতেই পাটের সর্বনিম্ন দর পাটের আঞ্চলিক গুণাগুণ অনুসারে ২৬, ২৭ ও ২৮ টাকায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। কৃষক যাহাতে সত্য সত্যই উক্ত নির্ধারিত সর্বনিম্ন দর পাইতে পারে তজ্জন্য সরকার পক্ষ হইতে প্রচার, হুশিয়ারী, পাট ক্রয়ের জন্য জুটবোর্ড জুট মার্কেটিং করপোরেশন এবং প্রস্তাবিত জুট ট্রেডিং করপোরেশনকে নিয়োগ, ক্রেতাদের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ৫০ কোটি টাকার ঋণদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুই করিয়াছেন। পাটচাষী, পাটের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রতি পাটের দরের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং দুর্নীতির প্রশ্রয় না দেওয়ার জন্যও আবেদন নিবেদন ও হুশিয়ারী জানান হইতেছে। ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান জুট মার্কেটিং করপোরেশন ৭৩টি কেন্দ্রে পাটক্রয় শুরু করিয়া দিয়াছেন। পাট ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রসমূহে জুট কমিটীও নাকি গঠিত হইয়াছে। পাটবিক্রেতা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় তজ্জন্য মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকেও সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে। এত সব ব্যবস্থার পরেও পাটচাষী যদি নির্দ্ধারিত মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে না পারে তবে তাহা খুবই দুঃখের বিষয় হইবে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সম্পাদকের এক বিবৃতিতে প্রকাশ কৃষকগণ সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন দরেও পাট বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। কোন কোন মোকামে নাকি ১২ টাকা হইতে ১৪ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয় হইতেছে।

কিন্তু একমণ পাট উৎপাদন করিতে কৃষককে সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষাও বেশী খরচ করিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র দলীয় সদস্য মোল্লা আবুল কালাম আজাদ একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, সরকার কর্তৃক পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৩১, ৩২ ও ৩৩ টাকা হইতে যথাক্রমে ২৬, ২৭ ও ২৮ টাকায় নামাইয়া আনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের আওতা বহির্ভূত বিধায় মূলতবী প্রস্তাব অবৈধ ঘোষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা পাট-মূল্য সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ না পাওয়ায় স্বতন্ত্র ও বিরোধী দল পরিষদ কক্ষ বর্জন করিয়া সদল বলে বাহির হইয়া আসেন।

সর্বনিম্ন মূল্য হ্রাস করার কৈফিয়ত স্বরূপ সরকার পক্ষ হইতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক হউক বা না হউক যাহা নির্ধারিত হইয়াছে পাটচাষী অন্ততঃ তাহা যাহাতে পাইতে পারে সেদিকে সরকার সর্বত্র এবং সর্বসময় লক্ষ্য রাখিবেন—আমরা ইহা একান্তভাবেই কামনা করি।

অবহেলিত উত্তরবঙ্গ

সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এতদিন অবিচার ও অবহেলা করা হইয়াছে; আবার পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে উত্তরবঙ্গ প্রায় সর্ব ব্যাপারেই অবহেলিত। ইহা উত্তর বঙ্গবাসীর অভিযোগ এবং এই অভিযোগ অযথার্থ নয়। তাহাদের বহু অসুবিধার মধ্যে অন্যতম প্রধান অসুবিধা রাজধানী ঢাকার সহিত সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থার অভাব। যমুনা নদীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপর সেতু নির্মাণের মাধ্যমে এই অব্যবস্থা দূরীকরণের কথাবার্তা দীর্ঘদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি সরকারী মুখপাত্রের মাধ্যমে জানা গিয়াছে ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ বলিয়া উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং যমুনার উপর হয় ভাসমান সেতু নতুবা নদীগর্ভে সুড়ঙ্গ রেলপথ নির্মাণের দ্বারা ঢাকার সহিত সরাসরি যোগাযোগের কথা বিবেচিত হইতেছে। সরকারের এই আশ্বাসবাণীটুকু শীঘ্রই কার্যকরী হোক এবং উত্তর বঙ্গবাসীর দীর্ঘদিনের অসুবিধা দূরীভূত হোক ইহাই সকলের কাম্য।

দুর্নীতির খতিয়ান

সরকারী, আধা সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে দুর্নীতির অবাধ রাজত্ব চলিতেছে। ঘুষ না দিয়া জনসাধারণের পক্ষে, ব্যবসায়ীদের পক্ষে, এমন সরকারী কর্মচারীদের পক্ষেও উর্ধতন অফিসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যোদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাস্তা ও দালান কোঠা নির্মাণ এবং অন্যান্য ঠিকাদারী কাজে ঘুষের আদান প্রদান, অর্থ আত্মসাৎ, শঠতা ও প্রতারণা যেন একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। আগেকার দিনে পুলিশ ও রেলওয়ে বিভাগেরই এ দুর্নাম ছিল। বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের, এমন কি বিচার বিভাগের পবিত্র অঙ্গণেও এই দুষ্ট ক্ষত সংক্রামিত হইয়াছে। দুর্নীতি দমন বুরোর জুন মাসের কর্মতৎপরতার যে রিপোর্ট সংবাদ পত্রে বাহির হইয়াছে প্রকৃত সমস্যার সহিত উহার পুকুর গোস্পদের তুলনা চলিতে পারে। তবু সেই গোস্পদও রীতিমত আশঙ্কা জনক। সরকার যদি সত্য সত্যই দুর্নীতিকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিতে চান তবে তাহাদিগকে একদিকে আরও কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, অপরদিকে মানুষের নীতিনৈতিকতা বোধ উন্নত করার জন্য সুপরিকল্পিত বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

মাদারে মিল্লতের ইন্তিকাল

বিগত ৮ই জুলাই এর নিশীথে কোন এক সময়ে ঘুমন্ত অবস্থায় মাদারে মিল্লত মুহতারমা মিস ফাতিমা জিন্নাহ তাঁহার ক্লীফটন বীচের নিজস্ব বাসভবনে কাসরে ফাতিমায় চিরনিদ্রায় চোখ বুঁজিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর। তাঁহাকে করাচীতে তাঁহার ভ্রাতার কবরের পার্শ্বেই সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

একাকিত্বই তিনি ভালবাসিতেন এবং অন্তিম মুহূর্তও তিনি একাকীই নীরবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। জাতির জনক কায়েদে আজমের স্নেহময়ী ভগ্নি হিসাবে তাঁহার অন্তর নিঃসৃত সেবা দ্বারা কর্তব্য-কঠোর মহান ভ্রাতার নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যক্তিসত্তাকে তিনি তাঁহার চির সাহচর্য্য দ্বারা শান্তিময় ও মাধুর্যমণ্ডিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। মহান ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহার আদর্শকে জাতির নীতিবিচ্যুত কর্ণধারও আত্মবিস্মৃত জনগণের সম্মুখে বার বার তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্রপ্রধানের পদে মহিলার নির্বাচনে নীতিগতভাবে আমাদের মতবিরোধ সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, জাতির একটি বৃহৎ অংশের সমর্থন লাভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে গণতন্ত্রের আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিত নির্বাচন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া উক্ত নির্বাচনকে একটি প্রাণসজীব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত করিয়াছিলেন। জাতি তাঁহাকে তাঁহার অকৃত্রিম সেবা এবং অদম্য সাহসিকতার জন্য প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। সেই অকপট ভালবাসার শেষ নির্ভুল পরিচয় সমগ্র জাতি তাঁহার ইন্তিকালের পর প্রদান করিয়াছে। আমরা তাঁহার অমরাত্মার অনন্ত শান্তি কামনা করি।

বহির্জগৎ

প্রতিবেশী ভারতের দুর্ভিক্ষ ও সমরাস্ত্র বৃদ্ধি

ভারতের প্রায় সর্বত্র খাদ্যাভাব প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। স্বাভাবিক খাদ্য খাটতির উপর বিভিন্ন অঞ্চলে অজন্মা এবং সুয়েজ খাল বন্ধের কারণে আমেরিকার খাদ্য পৌঁছিতে বিলম্বহেতু খাদ্যাভাব চরমে পৌঁছিয়াছে। রাজধানী খাস দিল্লীতেই আটা ও রুটির অভাব দেখা দিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যায় অনাহারে কুআহারে বহু লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে চাউলের সের তিন টাকায় উঠিয়াছে। অধিকাংশ প্রদেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। নক্সালবাড়ীতে বিদ্রোহ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। নাগা বিদ্রোহ এখনও প্রশমিত হয় নাই। দুই লক্ষ বন্দর ও ডক শ্রমিক ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করিয়াছে। শ্রমিক বিক্ষোভ সর্বত্রই লাগিয়া রহিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ এই অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ভারত তাহার সমরাস্ত্র ব্যাপক আকারে বাড়াইয়া চলিয়াছে। ১৯৬৫ এর সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর ভারতের ক্ষমতাসীন চক্র পাকিস্তানকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণের লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়া উহার চারিপাশে নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর নূতন নূতন ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া এক ভয়াল ও ব্যাপক আক্রমণের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থার আয়োজনে ভীষণ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ সামুদ্রিক বন্দর করাচীকে ঘায়েল করার জন্য ভারত কচ্ছ উপসাগরের কান্দালায় একটি বৃহৎ নৌঘাঁটি নির্মাণ করিতেছে। ভারতের নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল চাটার্জী রাশিয়ার নিকট হইতে ডপ্লু শ্রেণীর ৪টি ডুবো জাহাজ, ১২টি কোমার শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত দ্রুতগামী বোট এবং কতিপয় টর্পেডো বোট গ্রহণের জন্য মস্কো যাত্রা করিয়াছেন। এই ধরণের বোট, টর্পেডো ও ক্ষেপণাস্ত্র পাকিস্তান, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে চলাচল স্বাধীনতার প্রতি হুমকী স্বরূপ। ভারতের অধীনে ভারত মহাসাগরের মালদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবরস্থ নৌঘাঁটির মাধ্যমে ভারত আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের বিরাট এলাকায় স্বীয় আধিপত্য ও প্রাধান্য বিস্তারে প্রয়াসী।

এই সঙ্গে ইসরাইলের সহিত ভারতের গোপন সামরিক আঁতাত এবং ইসরাইলের হস্তগত মিসরের মিগ বিমান, ট্যাঙ্ক ও কামানাদি ক্রয়ের চাঞ্চল্যকর তথ্য এবং অন্যান্য শক্তিধর দেশ হইতে দুই হাতে আরও বহু সংখ্যক মারণাস্ত্র কুড়াইয়া আনার তৎপরতা লক্ষ্যযোগ্য। এই অবস্থায় পাকিস্তানকে সদা সজাগ থাকার এবং অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সমুদয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অন্য সব প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভারতের এই সমর প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত তথা পশ্চিম বঙ্গের সহিত পূর্বপাকিস্তানের ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক সাদৃশ্য, ঐক্য ও অচ্ছেদ্যসূত্রতার পক্ষে সাম্প্রতিক প্রচার-তৎপরতার কোন উদ্দেশ্যমূলক অভিসন্ধি রহিয়াছে কিনা তাহাও গভীর ভাবে বিবেচনা সাপেক্ষ।

মুসলিম জগত

আরব ঐক্য

ইসরাইলকে উহার জবর দখলীকৃত আরবীয় এলাকা হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে সমস্ত আরব দেশগুলির ঐক্য যে একান্ত অপরিহার্য একথা আজ দিবালোকের মতই সত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় চরম বিপর্যয় বরণ করার পরও কতিপয় আরব রাষ্ট্রের হুশ ফিরিয়া আসিতেছেনা।

আরব রাষ্ট্র-প্রধানগণের মধ্যে একমাত্র সউদী আরবের রাষ্ট্রনায়ক বাদশাহ ফয়সলের মুখেই কিছু কিঞ্চিৎ দাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় "প্রগতিশীল" কোন রাষ্ট্রপ্রধানের দৃষ্টিতে এই দাড়ি প্রতিক্রিয়াশীলতারই প্রতীক। সুতরাং প্রগতিশীল দেশের মাটিতে এই প্রতিক্রিয়াশীল লোকটির পাদস্পর্শ কিছুতেই বরদাশত করা চলে না। ইহার উপর এই দাড়িওয়ালা লোকটি ইসলামী ঐক্য, বিশ্ব মুসলিম সংহতি, কুরআন ও সুন্নার কথা হর হামেশা বলিয়া বেড়ান। তদুপরি কোন ছিদ্র পথেও তিনি সমাজবাদকে তার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে চিরতরে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিতেও লোকটি উৎসাহী নয়। সুতরাং এমন লোকের সঙ্গে একত্রে এক টেবিলে বসিয়া কি করিয়া আলাপ আলোচনা চালান যাইতে পারে!

বাদশাহ ফয়সল এবং তাঁহার মতাদর্শী লোকদের মনে আরব ঐক্যের জন্য হৃদয়ের আকাঙ্খা যতই গভীর হোক না কেন উহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতি – তথা মনের দিগন্ত প্রসারিত না হইলে শুধু শুধু ব্যর্থ আলোচনায় সময়ক্ষেপ করার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। মিসরে আজও জেনারেল নজীব এবং হাজার হাজার ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নেতা ও কর্মী অন্তরীন অথবা কারা প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ। আলজিরিয়ায় বেন বেল্লা অজ্ঞাত স্থানে প্রহরাধীন, ইয়ামানে এখনও মিসরীয় সৈন্যের দাপট এবং বোমা বর্ষণ অব্যাহত। জর্দান কুয়েত, লিবিয়া, তিউনিসিয়া প্রভৃতি সমাজবিরোধী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমাজবাদ সমর্থক আরব রাষ্ট্রগুলির-মত-পার্থক্য এখনও অমীমাংসিত।

অবস্থার এই প্রেক্ষিতে আরব শীর্ষ বৈঠক বিভিন্ন মহলে যতই অপরিহার্য, বহু প্রতীক্ষিত এবং একান্ত কাম্য বিবেচিত হোক না কেন, উহা কি করিয়া অনুষ্ঠিত এবং কেমন করিয়া আরব ঐক্য বাস্তবায়িত হইবে তাহা ভাবিয়া কূল কিনারা করা সত্যই দুঃসাধ্য।

খার্তুমে ১লা বৈশাখ আরব পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। কেবল ইসরাইলই আরবদের একমাত্র দুশমন নয়, কেবল সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ মার্কিন চক্রই রাজশাখার শ্যেন দৃষ্টি তৈলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দিকে নিবদ্ধ করে নাই, সমাজবাদী রাশিয়াও ঘোলা পানিতে টোপ ফেলিয়া মৎস্য শিকারের জন্য ওঁত পাতিয়া রহিয়াছে। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে শুধু আরব ঐক্য নয় বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আরব নেতারা যতশীঘ্র উপলব্ধি করিবেন ততই মঙ্গল।

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম ও আরব জাতীয়তাবাদ

ইসলাম বিশ্ব-মানবের আদি এবং সার্বজনীন স্বভাব ধর্ম। আল্লাহ হাযার হাযার পয়গাম্বরকে এই ইসলামের তবলীগ ও উহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। ইসলামের মূলমন্ত্র তাওহীদ বা একত্ববাদ। আদিঅন্তহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সকল সদগুণের উৎস এবং একক অস্তিত্বসম্পন্ন তুলনাহীন আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপনকারীকে মুয়াহ্হিদ বা একত্ববাদী বলা হইয়া থাকে। আল্লাহ যেমন একক ও বেমিসাল, তেমনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের তাওহীদ-পন্থী তাঁহার বান্দাগণও এই বৈশিষ্ট্যের জন্য একটা অভিন্ন জাতি। তাহাদের ভৌগলিক অবস্থানের বিভিন্নতা, ভাষা ও বুলির পার্থক্য তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে কখনও বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। একজন মুয়াহহিদকে যেমন সর্বগুণধর আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইবার সাধনা করিতে হয়, তেমনি তাহাকে নিজের ব্যক্তিগত কার্যকলাপ, পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনের প্রত্যেক স্তরে এই একত্বের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হয়। যেহেতু বিশ্বের সমগ্র মুসলিম অধিবাসী একই আদর্শের অনুসারী, একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং একই ভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে মূলতঃ কোনই পার্থক্য থাকিতে পারে না। মিল্লাতে মুহাম্মদীয়া কোন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে, কোন ভাষাভিত্তিক দেশ বা অঞ্চলের ভিতর, কোন বর্ণগোত্রের বন্ধনে, কোন অমুসলিম পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। উহা কেবল আবদ্ধ থাকে নিজের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, বিশ্বাস, ন্যায় নীতি, বিশেষ ধ্যান-ধারণা, নিজস্ব তহযীব তমদ্দুন এবং জাতীয় চালচলনের গণ্ডীর মধ্যে—যেখানে ঐক্য, সমতা এবং মিলন বিদ্যমান উহারই পবিত্র পরিবেশের শান্তি নিকেতনের নির্দ্ধারিত সীমানায়।

মুসলমানের একমাত্র পরিচয় এই যে সে মুসলিম। আরবী, আজমী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, ইরানী, তুর্কী, হিযাযী, মিসরী, শামী অথবা জর্ডনী তাহার প্রকৃত পরিচয় নয়। ঐরূপ ভৌগলিক পরিচয় প্রদান করা, নিজের কীর্তিমান অমুসলিম পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ববোধ করা, তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করা এবং তাহাদের রীতিনীতিকে চালু করা মুসলমানের কাজ নয় উহা এমন লোকের কাজ যাহারা ইসলামকে পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই কিংবা ইসলাম সম্বন্ধে সন্দিহান ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বিধাগ্রস্ত। জাহেলীয়াত বা প্রাক ইসলামী যুগে এইরূপ মনোভাব অত্যন্ত প্রবল এবং দৃঢ় ছিল যাহার ফলে সারা জাহান অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া পুড়িতেছিল।

এখানে প্রথমে ভারতের কথা ধরা যাউক। বর্ণবৈষম্য চরম পর্য্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। সমধর্মী হওয়া সত্ত্বেও একবর্ণের লোকের অন্য বর্ণের লোকজনের সহিত অহী-নকুলের সম্বন্ধ ছিল। জাতিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়া মানবতাকে এমনভাবে ধূলায় লুটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে উহার জের আজিও চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ইরানের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। সেখানেও ক্ষমতাশীল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল আর জনসাধারণ দাস জীবন যাপন করিতেছিল। আরব উপদ্বীপেও গোত্রীয় ও ভাষার প্রাধান্যের দ্বন্দ্ব চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। মিসরে ফারাও বংশকে খোদার আসনে বসান হইয়াছিল। ইরাকে ব্যাবেলিয়ান রাজবংশ এবং পুরোহিত সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বানাইয়া তাহাদের সেবা করাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল।

দুনিয়ার যখন এইরূপ পরিস্থিতি তখন সাম্য মৈত্রির পতাকাবাহী রসূলে আকরম সঃ আগমন করিয়া সর্বপ্রকার অসাম্য—গোত্রীয় বৈষম্য, ভৌগলিকতা বর্ণবাদ, অহঙ্কার এবং গর্বকে চিরতরে বিদূরিত করিয়া এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন যেখানে কেবল সৌহার্দ সমতা এবং একতাই দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি সারা জীবন এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে দৃঢ় করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গেলেন এবং দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অনুসারীগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরাফাত প্রান্তরে ঘোষণা করিলেন,

ان كل مسلم اخو المسلم وان المسلمين اخوة (طبرى)

একজন মুসলিম অপর একজন মুসলিমের ভাই এবং সকল মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। (তাবারী)

তিনি আরও ঘোষণা করিলেন,

الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع (بخارى و مسلم)

জাহেলীয়াতের (অমুসলিম যুগের) প্রত্যেক দস্তুর আমার পদতলে নিষ্পেষিত হইল।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি অন্যত্র ইহাও বলিয়া গিয়াছেন,

المسلمون اخوة لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى (طبرانى، ابن كثير البغوى)

"সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, পরহিযগারী ব্যতীত একের অন্যের উপর কোন ফযীলত নাই।" (তাবরানী, ইবন কসীর এবং বাগবী)।

অপর এক হাদীসে আছে,

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا انما هم فحم من جهنم او ليكونن اهون على الله من الجعل الذى يدهده الخراء بانفه ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء انما هو مؤمن او فاجر شقي الناس كلهم بنو ادم وادم من تراب (الترمذى و ابوداؤد)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"হযরত আবু হুরায়রাহ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ ফরমিয়েছেন, যে সব দল তাহাদের মৃত কাফির পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব করিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে, তাহারা ত জাহান্নামের কয়লা অথবা তাহারা বিষ্ঠার কীট যাহা নাক দ্বারা ময়লা ঠেলিয়া বেড়ায়। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তর হইতে জাহীলীয়াত যুগের অহঙ্কার এবং পূর্ব পুরুষদেয় জন্য গর্ব করার মনোভাব বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয় কেহ মুমিন কিংবা বদবখত অনাচারী, প্রত্যেক মানব আদমের সন্তান এবং আদম মাটী দ্বারা সৃষ্ট। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

আর এক হাদীসে আছে,

عن جبير بن مطعم ان رسول الله قال ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية (رواه ابوداود)

জুবায়র ইবন মুতয়িম রাঃ বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বংশীয় গর্বের দিকে লোকজনকে আহ্বান করে সে আমাদের মধ্যে গণ্য নহে ও যে ব্যক্তি ঐরূপ গর্ব বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে যে আমাদের মধ্যে পরিগণিত নহে এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ গর্ব হৃদয়ে পোষণ করিয়া মৃত্যু বরণ করে সেও আমাদের (মুসলমানগণের) মধ্যে গণ্য হইবে না।" (আবু দাউদ)

কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই মহান মুসলিম জাতির মধ্যে অনেকগুলি মুসলিম রাষ্ট্রে বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের এবং আফ্রিকার কয়েকটি আরবী ভাষাভাষী রাষ্ট্রে ইসলামের রীতি নীতিকে কার্য্যতঃ অস্বীকার করিয়া তৎস্থলে ইসলাম বিরোধী স্থানও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ফলে ঐ রাষ্ট্রগুলিতে উগ্র জাতীয়তাবাদ এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে যে তথায় ইসলামের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছে. সেখাকার ক্ষমতাশীন দলের নযরে ইসলাম ও উহার রীতিনীতি ঘৃণার এবং পরিত্যাজ্য বস্তুর শামিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে ইসলামপন্থী লোকের কোনই মূল্য নাই, তাহারা অপাংতেয়, মযলূম এবং স্বেচ্ছাচারের শিকার। সেখানে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ ধর্মপরায়ণ খাঁটী ব্যক্তিগণকে পিষিয়া মারিতেছে ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী হাযার হাযার মুজাহিদকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাইতেছে। এই সব শক্তিমানদের নিকট বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কোনই মূল্য নাই, মুসলিমের আবরু ইযযত ও রক্তের কোনই দাম নাই। তাহারা রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সঃ এর জন্য গর্ববোধ করেনা, হযরত ইবরাহীম, ইসমাইল, মূসা এবং ইউসুফ আঃ র কথা ভুলেও স্মরণ করে না; খুলাফাএ রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং মুসলিম বীর বাহুদের অমর কীর্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনা। তাহাদের লক্ষ্য ও শ্রদ্ধা কেবল হাযার হাযার বছর পূর্বেকার স্বেচ্ছাচার, যালিম, অহংকারী এবং খুদায়ীর দাবীদার অমুসলিম মিশরীয় সম্রাটগণের প্রতি। উহাদের জয়গানে তাহাদের কণ্ঠ মুখরিত এবং উহাদেরই মুহাব্বতে তাহাদের চিত্ত গদগদ। আর কেবল উহাদেরই সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য তাহারা ব্যাকুল।

نحن ابناء فراعنة

"আমরা ফিরআউনদের বংশধর" শ্লোগানে সেখানকার আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফিরআউনের মর্মর মূর্তি প্রস্তুত করিয়া উহাকে রাজপথে স্থাপন করতঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহারই নামে রাজপথের নামকরণ করিয়া এবং তাহার জন্ম বার্ষিকী পালন করিয়াও যেন তাহাদের ভক্ত হৃদয়ের পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছেনা সেখানে ইসলাম অবহেলিত ও লাঞ্ছিত এবং কুফ্‌র পূজনীয় ও বরেণ্য। সেখানে প্রকাশ্য গাওয়া হয়,

سلام علي كفر يولف بيننا

"ঐ কুফরকে সালাম জানাই যে কুফর আমাদিগকে (জাতীয়তাবাদের উপর) একত্রিত করে।"

তাহাদিগকে যদি কেহ সরল মনে একটা ইসলামী ফ্রন্ট গঠন করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আকুল আহ্বান জানায় তখন তাহারা উহার মধ্যে নানা প্রকার অমূলক দোষ ত্রুটী এবং দূরভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া উহার বিরুদ্ধে জঘন্য প্রপাগাণ্ডার জাল বিস্তার করে।

ইহা ব্যতীত ঐ দেশগুলিতে ইসলামী আমল ও আকায়েদেরও এতটা অবনতি ঘটিয়াছে যে, সেখানে ইসলামের যাবতীয় অবৈধ ও হারাম কাজ অবাধ গতিতে চলিতেছে, উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার লোক নাই বলিলেই চলে। কারণ যাহারা করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছে অথবা তাহারা বন্দীশালায় আবদ্ধ হইয়া অশেষ নির্য্যাতনের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। এই ধর্মহীনতাজনিত পাপ প্রবাহের সুযোগে সে দেশগুলিতে কমিওনিজম দৃঢ়ভাবে আসন গাড়িয়া বসিয়াছে এবং অন্ততঃ চারিটি রাষ্ট্রকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে সেগুলি উপর হইতে আল্লাহর রহমতের ছায়া সরিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে ইসরাইলের মত একটা ক্ষুদ্র শক্তির সহিত মাত্র চারিদিনের যুদ্ধে বিপুল জনবল ও প্রচুর সাজ সংগ্রাম থাকা সত্বেও এরূপ শোচনীয় পরাজয়বরণ করিয়া নাজেহাল হইয়া যাইত না।

আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন,

ان تنصروا الله ينصركم

"যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" আল্লাহ মুসলমানদিগকে চিরদিন এইরূপ শর্ত সাপেক্ষে সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন। তাহারা যখনই এই শর্তভঙ্গ করিয়াছে তখনই অপর জাতি কর্তৃক পরাভূত হইয়াছে। মুসলমানদের বিজয় সংখ্যা বলে কখনও অর্জিত হয় নাই। উহা অর্জিত হইয়াছে ঈমান ও আমলের জোরে। ইহার নযীর আমরা বদর, ইয়ারমুক এবং কাদেসিয়া ইত্যাদি হইতে পানিপথ প্রান্তর এবং গত বছরের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যান্ত সর্বত্রই দেখিতে পাই। বর্তমান আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হইতে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁহাদিগকে কুখ্যাত আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান العزة للعرب "আরবদের জন্যই সব গৌরব" পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের

ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين

"আল্লাহ ও তাঁহার রসূল এবং মুমিনগণের জন্যই সকল গৌরব।" আল্লাহর এই ঘোষণার প্রতিধ্বনি করাই তাহাদের একান্ত কর্তব্য। ইহাতেই তাহাদের মুক্তি ও নাজাত নিহিত আছে, অন্যথায় তাহাদের ধ্বংস এবং বিলুপ্তি অবধারিত।

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৭

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

জানুয়ারী মাস

যিলা মোমেনশাহী

আদায় মার্ফত মৌঃ মোহাঃ মযকুর সাহেব

ময়মনসিং টাউন

১। শেখ মোহাঃ মযকুর মিল্লাত ষ্টোরস মসজিদ রোড এককালীন ৫৲ ২। এস, এফ, রশির এণ্ড কোং মালিক মৌঃ মোহাঃ সাঈদ যাকাত ৫০৲ ৩। দাপুনিয়া ঈদগাহ মাঠ হইতে আদায় ৪৮/৭১ ৪। সোদপ্রাম শাখা জমঈয়ত মার্ফত মৌঃ আবদুল খালেক এককালীন ১০৲ ৫। মোঃ হায়দার হোসেন হারফত কালু মুন্সী সাং চক শ্যামরামপুর পোঃ আম্বিকা গঞ্জ যাকাত ২০৲ ৭। মৌঃ আবদুর রহমান এককালীন ৭৲ সানকি পাড়া কলোনি মসজিদ মোবারক হইতে এককালীন ৮/৫০ ৮। মোহাঃ ইয়াছিন সরকার এককালীন ১৲ ৯। হাজী মোহাঃ ইয়াকুব সেনবাড়ী পোঃ ভারুয়াখালী বাজার এককালীন ৩/২৫ ১০। মৌঃ মোহাঃ মযকুর এককালীন ৮৲।

মনি অর্ডার যোগে ও অফিসে প্রাপ্ত

১১। মোহাঃ আমিরুজ্জমান আখন্দ বল্লা পূর্ব পাড়া ফিৎরা ২৲ ১২। মৌঃ আবদুল মতিন বি, এ, বি, টি, মুর্শিদাবাদী সুপাঃ পিটি হাই স্কুল টাঙ্গাইল ফিৎরা ৩৲ ১৩। মোহাঃ উসমান গণী ধান্তা চৌধুরী পোঃ বাঘিল টাঙ্গাইল ফিৎরা ৫৲ ১৪। হেকিম মোহাঃ মেছবাহুর রহমান টাঙ্গাইল ফিৎরা ২০৲ ১৫। মোহাঃ আয়নাল হক সরকার সাং ঘোড়াদপ পোঃ ভারুয়াখালী ফিৎরা ১৫৲ ১৬। মোহাঃ সানাউল্লাহ কাদোরা টাঙ্গাইল ফিৎরা ৬৯৲ ১৭। মোহাঃ আবদুস সবুর সাং জোড়খালী পোঃ গুনারী তলা ফিৎরা ৫৲ ১৮। মৌঃ মোহাঃ হাতেম আলী সাং কোড়াগোছা পোঃ পোড়াবাড়ি ফিৎরা ১০৲ ১৯। খন্দকার আবদুল মতীন সাং আকাবো ফিৎরা ৩৲ ২০। মোহাঃ জরিপ উদ্দিন সরকার সাং নলকুড়ি পোঃ ভারুয়াখালী ফিৎরা ৭৲ ২১। মোহাঃ শামছুল হক সাং বাতকুরা ফিৎরা ৫৲ ২২। মোহাঃ সেকান্দর আলী সাং ঠেংগার গড় ইসলামপুর ফিৎরা ৫'৭০ ২৩। মোহাঃ হায়াতুল্লাহ সরকার সাং দাখেলপুর পোঃ ভারুয়াখালী ফিৎরা ১০৲ ২৪। মোহাঃ ইয়াকুব আলী সাং চিথলিয়া পোঃ ভারুয়াখালী ফিৎরা ৫৲ ২৫। মোহাঃ বহিরউদ্দীন মুন্সী সাং গয়েশপুর পোঃ দুল্লা ফিৎরা ৮৲ ২৬। মোহাঃ আবুল হোসেন মিঞা সাং কালিয়ান পোঃ কাওয়ালজানি ফিৎরা ১০৲ ২৭। মোহাঃ ফয়জুদ্দীন প্রাং সাং, খাস উমরপুর ফিৎরা ২৫৲ ২৮। মৌঃ মুসলেউদ্দীন আহমদ সাং কোদালিয়া পাড়া পোঃ কাঞ্চনপুর ফিৎরা ৩৲ ২৯। মোহাঃ নওয়াব আলী মাদারপুর পোঃ ভারুয়াখালী ফিৎরা ৩৲ ৩০। এ, সবুর সাং ইসাপাশার চর পোঃ চৌবাড়িয়া ফিৎরা ৪০৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ নূরজামান সাহেব

সাং বল্লা বাজার

৩১। মুছাম্মাৎ সালেহা খাতুন সাং সিজাইল পোঃ বল্লা বাজার যাকাত ৩'১২ ৩২। মোহাঃ মুজিবর রহমান সরকার মার্চেন্ট নন্দনপুর বাজার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পোঃ গোপালপুর যাকাত ১২৲ ৩৩। হাজী মোহাঃ তমিজউদ্দীন বল্লা বাজার যাকাত ৫০৲ ৩৪। মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম, ইয়ার্ণ মার্চেণ্ট বল্লাহ যাকাত ৫৲ ৩৫। মোহাঃ আবদুল হাকিম এজেণ্ট আরাফাত বল্লা বাজার যাকাত ২৲ ৩৬। মোহাঃ সৈয়দ আলী সরকার সিঙ্গাইর বল্লা বাজার যাকাত ১০৲ ৩৭। মোহাঃ আবদুস সামাদ মোয়াজ্জিন বল্লা জামে মসজিদ যাকাত ৫৲ ৩৮। মুছাম্মাৎ বদরুন্নেছা c/o শেরআলী বল্লা উত্তর পাড়া যাকাত ১'২৫ ৩৯। মাষ্টার মোহাঃ রহিম বখ্শ ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৪০। আবদুস সাত্তার মিঞা ক্লথ মার্চেণ্ট বল্লা বাজার যাকাত ২৫৲ ৪১। মোহাঃ সোলায়মান বল্লা বাজার যাকাত ৫৲ ৪২। মোহাঃ জলিল উদ্দীন সরকার যাকাত ১০'৫০ ৪৩। মোহাঃ কাজিম উদ্দীন সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৪৪। কালোহা জামাত হইতে ডাঃ মোহাঃ মফিজ উদ্দীন চৌধুরী ফিৎরা ৫৲ ৪৫। হাজী মোহাঃ হুরমুজ আলী সাং বল্লা যাকাত ৩৲ ৪৬। মৌঃ মোহাঃ কাদের মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲

যিলা কুষ্টিয়া

অফিসে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আজিজুল হক জেলার, কুষ্টিয়া ১৬৲ ২। মোহাঃ কাশেম আলী সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমারখালী যাকাত ১০০৲ ৩। মোহাঃ সাদেক আলী সাং খায়াগোদা পোঃ কালুপোল ফিৎরা ৫৲

মারফত ডাঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ সাহেব

মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৪। মোহাঃ শওকত আলী উশর ২০৲ ৫। মোহাঃ রফিক মিঞা যাকাত ৫৲ ৬। মুছাম্মাৎ গুলসানারা বিবি কোরান মজিদ ক্রয় বাবদ ১০৲ ৭। মেহেরপুর আহলেহাদীছ জামাত হইতে ফিৎরা ২৫৲ ৮। মুন্শী মোহাঃ ইন্তাজ হোসেন আনছারী সাং নন্দলালপুর পোঃ কয়া ফিৎরা ৯৲ ৯। কোদালকাটী শাখা জমঈয়ত হইতে পোঃ ভোলাডাঙ্গা ফিৎরা ৫৲

১০। মৌঃ আবদুস সামাদ দুর্গ পুর, পোঃ কুমারখালী যাকাত ২৫৲ ১১। দুর্গ পুর জামাত হইতে মারফত মৌঃ আবদুস সামাদ ফিৎরা ৮৩৲ ১২। হাজী মেহের আলী মিঞা তেবাড়িয়া, কুমারখালী ফিৎরা ৩০.

যিলা পাবনা

মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ইয়াকুব আলী সাং কুয়া উদয়পুর পোঃ বৈদ্যনাথতৈল ফিৎরা ৫৲ ২। এম, এ, কাইউম সাহেব সাবরেজিষ্ট্রার ভাঙ্গুরা ফিৎরা ৩০৲ ৩। এম, আবদুর রশিদ মণ্ডল ছাইকোলা পশ্চিমপাড়া আহলে হাদীছ জামাত ফিৎরা ২৫৲ ৪। মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন মিঞা সাং কাটেঙ্গা পোঃ ছাইকোলা ফিৎরা ১৫৲ ৫। মোহাঃ আলেফ আলী গ্রাং ইসলামপুর বৈদ্যনাথতৈল ফিৎরা ৭'৭০ ৬। মৌঃ মোহাঃ আবদুল জব্বার সরদার শাখা জমঈয়ত আহলেহাদীছ তেঘানারা পোঃ চাসুহারা ফিৎরা ৩৫৲ ৭। মোহাঃ জালাল উদ্দন সাং বাঁশবাড়িয়া পোঃ বৈদ্যনাথতৈল ফিৎরা ৭৲

যিলা বগুড়া

আফিসে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আবদুর রহমান ফকির সাং পদ্মপাড়া, এফ. পী. স্কুল পোঃ গাবতলী এককালীন ২০৲ ২। মোহাঃ কলিমউদ্দিন ক্লার্ক, ক্রিমিনাল কোর্ট ফিৎরা ১০৲ যাকাত ২০৲ ৩। আবুবকার সওদাগর সুত্রাপুর ফিৎরা ৫৲ ৪। মওলবী মোহাঃ আবদুর রশিদ সৈয়দপুর পোঃ বড়িয়াহাট ফিৎরা ১৫৲ ৫। এম, এ, সাত্তার সাং জয়ভোগা জামাত হইতে পোঃ গাবতলী ফিৎরা ১০৲ ৬। হামিদপুর জামাত হইতে ফিৎরা ৩৲ ৭। মোহাঃ ওবায়দুর রহমান নন্দরাই, খটমুল ফিৎরা ৭৲ ৮। মোহাঃ ফযলুর রহমান গাবেরপাড়া বালুয়া হাট ফিৎরা ৫৲ ৯। মুন্শী আবদুল গফুর ডেমাজানী ফিৎরা ২৲ ১০। মোহাঃ লুৎফর রহমান মণ্ডল সাং কামালপুর পোঃ জামালগঞ্জ ফিৎরা ১২৲ ১১। মুন্শী মোহাঃ সোলায়মান আলী সাং নিজ বলাইল পোঃ হাট শেরপুর ফিৎরা ১১৲

www.ahlehadeethbd.org

১২। মোহাঃ আমীর উদ্দীন খান সাং দাশেরা পোঃ ক্ষেতলাল ফিংরা ১০৲ ১৩। মৌঃ মোহাঃ আবেদ আলী সাং বেগুনগাঁও পোঃ কালাই ফিংরা ১২'৩০ ১৪। মোহাঃ মুমতাজুর রহমান পোষ্টমাষ্টার শেরপুর ফিংরা ১০৲ ১৫। হাজী মঈনউদ্দীন সাং খোর্দ বলাইল পোঃ হাট শেরপুর ফিংরা ৫৲ ১৬। ডাঃ আলহাজ মোহাঃ কাসেম আলী সাং সিচারপাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া ফিংরা ৩২৲ ১৭। মওঃ উসমান গণী হেড মওলবী, মুক্তফাবিয়া আলীয়া মাদরাসাহ ফিংরা ১৫৲

আদায় মারফত জেনারেল সেক্রেটারী

মৌঃ মোহাঃ আবদুর রহমান সাহেব

জমঈয়তে আহলেহাদীস

১৮। মৌঃ মোহাঃ নূরুল ইসলাম নিজ বলাইল পোঃ হাট শেরপুর এককালীন ১৲ ১৯। মোহাঃ দৌলত যামান সাং চুকাইনগর পোঃ হরিখালী যাকাত ২৫৲ ২০। প্রোঃ ইসলামিয়া ষ্টোর্স ঝাউতলা, যাকাত ২৫৲ ২১। মোহাঃ হেদায়েতুল্লাহ বুল বুল মেডিক্যাল ষ্টোর্স ঝাউতলা ফিংরা ৫৲ ২২। আবদুল হামিদ খন্দকার, সালাম সাহেব বস্ত্রালয় যাকাত ১৫৲ ২৩। শাহ মুজাম্মেল হক যাকাত ১৫৲ ২৪। হাজী মোহাঃ যশমতুল্লাহ যশমতীয়া হোটেল যাকাত ৫৲ ২৫। মৌঃ আবুল কাশেম বাদুরতলা যাকাত ২০৲ ২৬। মৌঃ মোহাঃ মঈজউদ্দীন উইভিং ফ্যাক্টরী যাকাত ১০০৲

যিলা রংপুর

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী সাহেব

জমঈয়তে আহলেহাদীছ সদর দফতর, ঢাকা

১। হাজী মোহাঃ সাহানতুল্লাহ হাজিরপাড়া হারাগাছ যাকাত ৫৲ ২। মোহাঃ মুখলেছুর রহমান ধানগড়া, হারাগাছ যাকাত ৫৲ ৩। মোহাঃ আনছার আলী হারাগাছ যাকাত ২৲ ৪। আলহাজ মোহাঃ তমের উদ্দীন ধনী হারাগাছ যাকাত ১০৲ ৫। মোহাঃ ইদ্রিস আলী কামদেব, হারাগাছ ১৲ ৬। মোহাঃ মাহফুযুর রহমান ঐ ২৲ ৭। মোহাঃ নজমুল হক মিঞা সারাই, হারাগাছ ১৲ ৮। মৌঃ আবদুর রহমান মিঞা হারাগাছ যাকাত ৫৲ ৯। হাজী মোহাঃ তমেরউদ্দীন হারাগাছ যাকাত ৫৲ ১০। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ আনিছুদ্দীন হারাগাছ যাকাত ১০০৲ ১১। আবদুল দোকানী ঐ এককালীন ১৲ ১২। মোহাঃ নওসের আলী ধামগাড়া, হারাগাছ যাকাত ১০৲ ১৩। মওলবী মোহাঃ আবদুল জব্বার হারাগাছ যাকাত ১৫৲ ১৪। মৌঃ আবদুল গফুর সারাই, হারাগাছ যাকাত ৩৲ ১৫। মোহাঃ ছিদ্দিক হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৬। মৌঃ মোহাঃ মুখলেছুর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৭। মোহাঃ ছফরউদ্দীন মিঞা ঠিকানা ঐ ১৲ ১৮। হাজী মোহাঃ মফিজ উদ্দীন ঠিকানা ঐ যাকাত ৭৲ ১৯। মৌঃ মোহাঃ মুজাম্মেল হক ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ২০। মৌঃ মোহাঃ আজিজর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ২১। হাজী মোহাঃ সিরাজউদ্দীন ঠিকানা ঐ ২৲ ২২। মোহাঃ আসাদ আলী ঠিকানা ঐ ৫৲ ২৩। মৌঃ মোহাঃ আবছল খালেক ঠিকানা ঐ ৩৲ ২৪। মৌঃ মোহাঃ আবদুল আওয়াল হারাগাছ ১৫৲

দফতরে ও মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

২৫। মৌঃ মোহাঃ তফাজ্জল হোসাইন মণ্ডল সাং বাজিতপুর আহলেহাদীস জামাত হইতে ফিংরা ১০৲ ২৬। মোহাঃ আজমত আলী মিঞা সাং রামদেব পোঃ রামনডাঙ্গা ফিংরা ৫০৲ ২৭। মোহাঃ নূরুল হুদেন আখন্দ সাং বিশ্বনাথপুর পোঃ সাহেবগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ২৮। মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস মিঞা সাং কুষ্টিপাড়া পোঃ শামডাঙ্গা যাকাত ১০৲ ফিংরা ১৭'৭০ ২৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুল মান্নান সাং পাটোয়ারীপাড়া পোঃ চিলাহাটী ফিংরা ৭৲ ৩০। মোহাঃ গোলাম ওয়াহেদ মণ্ডল সাং বাজিতপুর পোঃ চান্দপাড়া ফিংরা ২৫৲ ৩১। মৌঃ মোহাঃ ইসহাক সাং জগন্নাথপুর পোঃ চান্দপাড়া ফিংরা ৫০৲ ৩২। মোহাঃ মেহের উদ্দীন মুন্সী বাগদাফার্ম পোঃ সাহেবগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ৩৩। সেক্রেটারী জালালতাইর জুমা মসজিদের তরফ হইতে পোঃ মহিমামঞ্জ ফিংরা ৩০৲

www.ahlehadeethbd.org

৩৪। মোহাঃ উসমান গণী আখন্দ সাং ভিলো সোকাইল পোঃ সরদার ফিৎরা ১০৲ ৩৫। মোঃ মোহাঃ রবিয়তুল্লা পোঃ ধরমপুর ফিৎরা ২১৲ ৩৬। মোহাঃ আমির হামজা মোল্লা শাহবাদ মোল্লা পাড়া পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ১৫৲ ৩৭। মোঃ মোহাঃ কলিমউদ্দীন সাং পানবাড়ী পোঃ পাটগ্রাম ফিৎরা ১৪৲ ৩৮। মোহাঃ মেহের উদ্দীন মুন্‌শী সাং বাগদা পোঃ সাহেবগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৩৯। হাজী মোহাঃ নজমুল হোসেন সাং রামদেব পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ২২৲

যিলা দিনাজপুর

দফতরে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ এলাহী বখশ সরদার সাং খোপাকল পোঃ নুরুলহুদা এককালীন ১৪'৭০ ২। আলহাজ জলিল উদ্দীন আহমদ পাটুয়াপাড়া পোঃ দিনাজপুর যাকাত ১০০৲ ৩। রিয়াজউদ্দিন আহমাদ প্রোঃ মডর্ণ মেডিক্যাল ষ্টোর্স হাউস, মালদহপট্টি যাকাত ১০৲ ৪। মুহাম্মাৎ আকলিমা খাতুন c/o আলাউদ্দীন আহমদ সাং ফৎকাবাদ পোঃ বাজনাহার যাকাত ৫৲ ৫। আবদুল মজিদ সরকার ভেরভেরী পোঃ পাকেরহাট ফিৎরা ৫৲ ৬। নাছির উদ্দীন আহমদ নাছিরগঞ্জ ফিৎরা ৪০৲ ৭। মোহাঃ মুছা মুন্সী সাং কালীগঞ্জ ফিৎরা ১০৲

মারফত জনাব আবদুর রশিদ চৌধুরী সাহেব
চেয়ারম্যান, দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি

৮। ডাঃ টি, সরকার ফিৎরা ৫৲ ৯। আবদুর রশিদ চৌধুরী ফিৎরা ৫৲ ১০। আবদুস সামাদ চৌধুরী ফিৎরা ২৲ ১১। আফতাব উদ্দীন চৌধুরী ফিৎরা ১৲

যিলা যশোর

মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মওঃ মোহাঃ আবদুর রহমান সাং কিসমত ঘোড়াগাছা এককালীন ২৲ ঐ দফে ২৲ ঐ দফে ১৲

২। মোঃ সিরাজুল ইসলাম সাং লেবুদানা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ গৌরনগর ফিৎরা ১০/৪০

যিলা ফরিদপুর

মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মওঃ আবদুর রাজ্জাক সাং বহালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে আদায় ফিৎরা ৯১'২৩ ২। মওঃ আবদুল কাদের সাং বড় গোপালদী পোঃ ঘোষের কুটী, এককালীন ৫৲

যিলা কুমিল্লা

অফিসে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুস সামাদ সাং রাধানগর পোঃ হোমনা ফিৎরা ২৲ ৩। মোঃ মোহাঃ সিরাজুল হক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲

করাচী

আলহাজ মোঃ মোহাঃ জামসেদ হোসেন ৯১/৫ এফ জ্যাকব লাইন্স কুরবানী ১০৲ ২। মোহাঃ ছগির আলম ফিৎরা ৫৲

যিলা খুলনা

মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আবদুল হামীদ খান সাং কালবগি সুতার খালী পোঃ নলিয়ান ফিৎরা ১১/৫০ ২। মোহাঃ এসহাক উদ্দীন খান সাং কানডাঙ্গা পোঃ পাতিল খালী ফিৎরা ৫৲

যিলা বরিশাল

মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মারফত মাষ্টার মনছুর আহমদ মল্লিক সাং মাদারসি পোঃ ধামসর ফিৎরা ২৪৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফেব্রুয়ারী মাস

যিলা ঢাকা

আফিসে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। শাহ মোহাঃ আবদুর রহিম ১/১৩ বিল্ডিং গ্রীণ রোড কুরবানী ১০৲ ২। মোহাঃ ইউনুস ৬৪ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ৫৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ আম্বর আলী সরকার মারফত মৌঃ রইসুদ্দিন নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১৩৲ ফিৎরা ১৪'০৮ ৪। আলহাজ মোহাঃ আম্বর আলী সাং বানটী পোঃ পাঁচরুখী এককালীন ১৫৲ ৫। মুন্‌শী মোহাঃ মনছুর আলী সাং পাতিরা পোঃ পোশির বাজার উশর ২৲ ৬। ঝাউবাদা জামাত হইতে মারফত মুন্‌শী আবদুস সবুর পোঃ কালমপুর ফিৎরা ১৪৲ ৭। মহিশাসি জামাত হইতে মারফত মৌলু মুন্সী পোঃ সানুরা যাকাত ২৲ ৮। মোহাঃ নূরুল ইসলাম মিঞা কোনাবাড়ী এককালীন ১৲ ৯। মৌঃ মোহাঃ হোসেন মিঞা সাং বেরাইদ এককালীন ১০৲ ১০। আবদুস সালাম সাং কাথোরা পোঃ নাছা ফিৎরা ৫৲ ১১। মোঃ সফিউল্লা ৭৯ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ৫০৲ ১২। হাজী মোহাঃ ফযলুর রহমান ১১/১ কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ১০৲ ১৩। হাজী মোহাঃ মিয়াচান নাজিরাবাজার যাকাত ২০৲ ১৪। মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাওসাইদ পোঃ আজমপুর যাকাত ৪৲ ১৫। মোহাঃ শামসুল হক ভূঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩০৲ ১৬। মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ১৫৲ ১৭। মোহাঃ আতীকুল্লাহ ৩৯ নং হাজী উসমান গনী রোড এককালীন ১০৲ ১৮। মডার্ণ ক্লথ ষ্টোরস জে ৩/৪ মায়াকাটরা সদরঘাট এককালীন ১০০৲ ১৯। মোহাঃ কুদ্দু ১১নং সুরীটোলা এককালীন ১০৲ ২০। ক্যালকাটা টেকসটাইল ৭/বি সদরঘাট রোড এককালীন ১০০৲ ২২। মোহাঃ জুম্মু মিঞা সুরিটোলা এককালীন ৫৲ ২৩। মোহাঃ আজিমুদ্দিন ৭৫নং সুরিটোলা এককালীন ৫৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান সাহেব

সাং উজামপুর

২৪। মুন্সী মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাওসাইদ পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৪৲ ২৫। মোহাঃ শামছুল হক ভূঞা সাং নোয়াখোলা পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৩০'৬২ ২৬। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ১৫৲ ২৭। মোহাঃ খোরশেদ বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ২৮। মুন্সী মোহাঃ ফজর আলী বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১'২৫ ২৯। মোহাঃ আমিজ আলী বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১'২৫ ৩০। হাজী মুন্সী মিয়াজুদ্দিন সাং করআটিয়া পোঃ নাগোরী ফিৎরা ২ ৩১। কাযী আবদুল ওয়াকিল সাং চাদপাড়া পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৫৲ ৩২। মুন্সী আবদুদ সামাদ মোল্লা সাং মাওসাইদ পোঃ আজমপুর ফিৎরা ২৲

আদায় মারফত মুন্‌শী আব্বাছ আলী সাহেব

সাং ব্রহ্মণখালী

৩৩। বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে আদায় যাকাত ৩৲ ফিৎরা ১৩৭'৮১

আদায় মারফত মোহাঃ সায়াদতুল্লা মাষ্টার সাহেব

সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

৩৪। বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে আদায় ফিৎরা ১২৯'৫০ যাকাত ১৫১৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ তাজউদ্দিন সাহেব

সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

৩৫। হাজী মোহাঃ ওয়াজউদ্দিন ইকুরিয়া নদীপার পোঃ ধামরাই কুরবানী ২৲ ৩৬। মোহাঃ আদালত বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৭। হাজী মোহাঃ শেফাতুল্লাহ খান ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৮। শরিফপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আইনউদ্দিন মোল্লা কুরবানী ১০৲ ৩০। মোহাঃ আবদুস হক বেপারী আশুলিয়া জামাত হইতে কুরবানী ১৲ ৪০।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাঃ মনছুর আলী বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২, ৪১। মোহাঃ সওদাগর আলী ডেমরান জামাত হইতে কুরবানী ২, ৪২। মোহাঃ কলিমউদ্দিন শরিফবাগ জামাত হইতে কুরবানী ৫, ৪৩। মোহাঃ আলিমউদ্দিন মুন্সী ঠিকানা ঐ কুরবানী ৭, ৪৪। হাজী আবদুর রাজ্জাক সাহেবের জামাত হইতে কুরবানী ৮, সাং আশুলিয়া ৪৫। মোহাঃ জয়েন উদ্দীন বেপারী সাহেবের জামাত হইতে কুরবানী ২, ৪৬। মোহাঃ কলিমউদ্দিন মেম্বার সাহেবের জামাত হইতে ফিৎরা ২৬, ৪৭। মোহাঃ আলম মুন্সীর জামাত হইতে ফিৎরা ৩০,

যিলা মোমেনশাহী

মনি অর্ডার যোগে ও অফিসে প্রাপ্ত

১। আবদুস সবুর মোল্লা সাং ডিগ্নিহোগলা সাং আনুয়ালা ফিৎরা ৭, দফে ২৭'২৫ ২। মৌঃ মোহাঃ আজহার আলী খান কাঞ্চনপুর মাদরাসাহ ফিৎরা ৯'৭৫ ৩। মোহাঃ মহিরউদ্দীহ সাং আট বারুহা টাঙ্গাইল ফিৎরা ৬, ৪। মাষ্টার এম, এ, ছিদ্দিক পোঃ কালীদাস যাকাত ১'৫০ ৫। মুঃ মোহাঃ ইসমাঈল সাং চরবাসন্তি পোঃ নারায়ণখোলা ফিৎরা ১০, ৬। মোহাঃ সিরাজউদ্দিন মণ্ডল সাং নিশ্চিন্তপুর আটোয়া বাজার ফিৎরা ১৫, ৭। মুন্সী আবদুল হাকীম মিঞা সাং মাদারকোল পোঃ দেলদোয়ার ফিৎরা ৫, ৮। মোহাঃ শহীদুল্লাহ ফারাজী সাং দক্ষিণ জোড়বাড়িয়া ফিৎরা ১০'৫০ ৯। মোহাঃ জাবেদ আলী চৌধুরী রাইকালিয়া পোঃ ফরকানাবাদ ফিৎরা ১৮,

আদায় মারফত মওলবী শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন সাহেব ইকবালপুর

১। বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাকাত ২৬৯, ফিৎরা ৫৩, এককালীন ৫, অন্যান্য ১, দ্বিতীয় দফায় ফিৎরা ৮৯,

যিলা পাবনা

অফিসে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোঃ তোফাজ্জল হোসেন ভুঞা সাং চরদশসিকা পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ৩৬, ২। মাষ্টার ওয়ালী উল্লাহ সাং ও পোঃ ধুকুরিয়া ফিৎরা ১২, ৩। মোহাঃ দারোগ আলী সরকার বোয়ালকান্দির চর ফিৎরা ৩০,

আদায় মার্ফত মওঃ যিল্লুর রহমান আনছারী সাহেব পাবনা

৪। মৌঃ মোহাঃ আবদুল মজিদ পাবনা টাউন যাকাত ২৫, ৫। মোহাঃ মকসুদ আলী অবসরপ্রাপ্ত পাবনা জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার যাকাত ২০, ৬। মোহাঃ শুকুর আলী মিয়া রাঘবপুর যাকাত ৫, ৭। মোহাঃ শামছুদ্দীন মিয়া পাবনা টাউন ফিৎরা ১০, ৮। মোহাঃ গাওহার আলী প্রামাণিক পাবনা বাজার যাকাত ২০, ৯। মৌঃ আবদুস সবুর খান ও মৌঃ আবদুস কাইউম খান পাবনা বাজার যাকাত ১০, ১০। ডাঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন পাবনা বাজার যাকাত ২০, ১১। মোহাঃ আবদুল হক মিয়া পাবনা টাউন ফিৎরা ৫, ১২। মোহাঃ মকবুল হোসেন খান অটুয়া বাজার যাকাত ১০, ১৩। মোহাঃ সাদেক আলী মোল্লা কৃষ্ণপুর যাকাত ২৫, ১৪। মোহাঃ আকমল হোসেন মিয়া রাঘবপুর যাকাত ১০, ১৫। হাজী মোহাঃ করমআলী মুন্সী গাংকুলা যাকাত ১০, ১৬। মোহাঃ এব্রাহীম মিয়া চরঘোষপুর পোঃ হেমায়েতপুর ফিৎরা ২০, ১৭। মোহাঃ আকরম আলী মল্লিক ভুয়া ভুরিয়া পোঃ মালঞ্চি ফিৎরা ১৮, ১৮। আহমদ আলী প্রং কৃষ্ণপুর ফিৎরা ২, ১৯। মোহাঃ জাবেদ আলী মিয়া কৃষ্ণপুর ফিৎরা ৫, ২০। মোহাঃ রোস্তম আলী মিয়া আটুয়া ফিৎরা ১০, ২১। মোহাঃ দাওলত আলী মিয়া কুঠিবাড়ী ফিৎরা ৫, ২২। মোহাঃ ফকির উদ্দীন প্রাং কুঠিবাড়ী ফিৎরা ৪, ২৩। হাজী মোহাঃ মুছা বিশ্বাস কুঠিবাড়ী ফিৎরা ৩০, ২৪। মোহাঃ মজহার আলী মিয়া আটুয়া ফিৎরা ১৫, ২৫। হাজী মোহাঃ আবদুল কাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্বাস আটুয়া ফিৎরা ১০৲ ২৬। ডাঃ মোহাঃ মকবুল হোসাইন রাধানগর জামাত হইতে ফিৎরা ৩০৲ ২৭। মৌঃ মোহাঃ আনওয়ার আলী জোয়ার্দার, প্রতাপপুর ফিৎরা ৫৲ ২৮। আহমদ আলী প্রামাণিক রাঘবপুর জামাত হইতে ফিৎরা ২১৮৲

আদায় মারফত মওঃ আবদুস সালাম সাহেব

এম, এম, সাং কানসোনা পোঃ সলপ

২৯। ডাঃ বি, আহমদ সাং ইসলামপুর পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ১১'৫০ কুরবানী ১০৲ ৩০। মৌঃ মোহাঃ আহসানউদ্দীন সরদার সাং বারাকান্দি পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ১০৲ ৩১। মুন্সী খোশ মোহাম্মদ সাং চর বড়ধুল পোঃ পাইকষা ফিৎরা ১৫৲ ৩২। মোহাঃ নূরহোসেন রাইদৌলতপুর ফিৎরা ৫৲ ৩৩। মৌঃ মোহাঃ আফতাবউদ্দীন খলিফা এমাম রাঘববাড়িয়া জামাত পোঃ বন্যাকান্দি ফিৎরা ২৲ ৩৪। মৌঃ মোহাঃ তাজাম্মল হোসেন সিকদার সাং হালুয়াকান্দি পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ১০৲ কুরবানী ৫৲ ৩৬। মৌঃ মোহাঃ হাসান আলী এমাম কর্ণসুতী জামাত পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ২৫৲ ৩৬। মৌঃ মোহাঃ ইব্রাহীম হোসেন আখন্দ সাং চৌবাড়ী পোঃ রাই দৌলতপুর ফিৎরা ২৲ ৩৭। মুন্সী মোহাঃ আজহার আলী আখন্দ মাটিকুড়া পোঃ সলপ ফিৎরা ১১'৯৪ ৩৮। মৌঃ মোহাঃ হাসান আলী এমাম কর্ণসুতী পোঃ বি, জামতৈল কুরবানী ২৫৲ ৩৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুল গফুর সরকার শাহীকোলা পোঃ রায় দৌলতপুর কুরবানী ২৲ ৪০। মৌঃ মোহাঃ জয়নাল আবেদীন সাং মাটিকোড়া পোঃ সলপ কুরবানী ১২৲ ৪১। মওঃ মোহাঃ ফিজুর রহমান ইসলামপুর পোঃ বৈদ্য জামতৈল ফিৎরা ৭৲ কুরবানী ৬'২৫ ৪২। মোহাঃ সেবারত আলী সাং ইসলামপুর পোঃ বি, জামতৈল কুরবানী ২'৫০ ৪৩। মোহাঃ আযিযুল হক মণ্ডল সাং চরকুরা পোঃ বি, জামতৈল কুরবানী ১০৲ ৪৪। মোহাঃ মুয়াজ্জাম হোসেন ইসলামপুর পোঃ বি, জামতৈল কুরবানী ১'৩৭ ৪৫। মৌঃ মোহাঃ জহির উদ্দীন তালুকদার সাং দশসিকা পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ২০৲ ৪৬। মৌঃ মোহাঃ আবদুল জলিল মিঞা সাং শাহবাদপুর পোঃ পাইকশা ফিৎরা ২৲ ৪৭। মৌঃ মোহাঃ তাজাম্মল হোসেন সিকদার সাং হালুয়াকান্দি পোঃ বি জামতৈল ফিৎরা ১০৲ ৪৮। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সাত্তার মিঞা সাং কানসোনা পোঃ সলপ যাকাত ৭৲ ৪৯। মোহাঃ মোয়াজ্জাম হোসেন শেখ সাং ইসলামপুর পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ৩৲ ৫০। মৌঃ মোহাঃ হাসান আলী সরকার সাং কর্ণসুতী পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ২৫৲ ৫১। মওঃ মোহাঃ আবদুস সালাম ইমাম কানসোনা জামে মসজিদ পোঃ সলপ ফিৎরা ৭০৲ ৫২। মৌঃ মোহাঃ মোত্তম আলী সরকার পোঃ ও সাং ধুকুরিয়া ফিৎরা ৫০৲ ৫৩। মুন্সী মোহাঃ আবদুর রহমান সরকার সাং হবিবগঞ্জ পোঃ সলপ ফিৎরা ৫৲ ৫৪। মৌঃ মোহাঃ জাফর এম, এস, সি সাং শাহজাহানপুর পোঃ সলপ ফিৎরা ১৩'৮৭ ৫৫। মৌঃ মোহাঃ ছবদর আলী আখন্দ সাং চর কামারখন্দ পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ১০৲ ৫৬। মৌঃ মোহাঃ দারগ আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৭৲ ৫৭। ডাঃ বি, আহমাদ সাং ইসলামপুর পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ১৭৲ ৫৮। মোহাঃ সেবারত আলী প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩'৫০ ৫৯। মওঃ মোহাঃ শাহাবউদ্দীন সাং মাটিকুড়া পোঃ সলপ ফিৎরা ১৭'০৬ ৬০। মৌঃ আবদুল গফুর সরকার সাং শাহীকোলা পোঃ রায়দৌলতপুর ফিৎরা ৫৲ ৬১। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সবহান মণ্ডল সাং রসুলপুর পোঃ চৌবাড়ী ফিৎরা ৬৲ ৬২। খন্দকার মোহাঃ বজলুর রহমান সাং দৌলতপুর দক্ষিণপাড়া পোঃ রায় দৌলতপুর ফিৎরা ২৲ মৌঃ মোহাঃ আবদুল আজিজ সাং ইসলামপুর পোঃ বৈদ্য জামতৈল ফিৎরা ৫৲ ৬৪। মুন্সী মোহাঃ আবদুল জলিল সাং সাতবাড়িয়া পোঃ উল্লাপাড়া ফিৎরা ৪৲ ৬৫। মুন্সী মোহাঃ আগর আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৬৬। মৌঃ মোহাঃ জেনাত আলী তালুকদার সাং হালুয়াকান্দি পোঃ বি, জামতৈল ফিৎরা ২০৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদায় মারফত মোঃ আবদুর রহমান সাহেব
জেনারেল সেক্রেটারী পূর্বপাক জমঈয়তে
আহলেহাদীস

৬৭। মুন্‌শী মোহাঃ আবুস'ঈদ ও মওলানা মোহাঃ আবদুর রশিদ খলচর জামাত হইতে ফিৎরা ৬৫৲ ৬৮। মোহাঃ নওশের মোল্লা চর মাওনা জামাত হইতে পোঃ স্থল ফিৎরা ৬৲ ৬৯। মোহাঃ আহসান আলী সরকার বারাকান্দি জামাত হইতে পোঃ বৈত্তগ্রামতৈল ফিৎরা ১০৲

যিলা কুষ্টিয়া

অফিসে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ইয়াদুল্লাহ সাং হাড়াভাঙ্গা পোঃ বামানালী ফিৎরা ৫৲ ২। মোহাঃ আবদুল হক সাং মানিকদিয়া পোঃ হাটবোয়ালিয়া ফিৎরা ১০৲ ৩। আবদুল কুদ্দুস জোয়াদ্দার পাথর বাড়িয়া পোঃ কুমারখালী ফিৎরা ৫৲

যিলা রাজশাহী

১। মারফত মোঃ মোহাঃ ওমিজউদ্দিন নামো শঙ্কর বাটী ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ১৯৲

আদায় মারফত মৌলবী আবদুর রহমান সাহেব
জেনারেল সেক্রেটারী পূর্ব পাক জমঈয়তে
আহলে হাদীস

২। মোহাঃ আবু তালেব নামো শঙ্করবাটী ফিৎরা ৫৲ ৩। মোঃ মোহাঃ ইদ্রিস ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৪। মোহাঃ ইয়াকুব মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৫। আমজদ আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৬। মোহাঃ আফছার আলী ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ৭। হাজী মোহাঃ মিছু মণ্ডল ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৮। মোহাঃ ছিদ্দিক আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৯। হাজী মোহাঃ দিদার বখশ ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ১০। মোঃ মোহাঃ সাজ্জাদ আহমাদ ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১১; বিবি সাবেরা খাতুন ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ১২। মোহাঃ শামছুদ্দিন বিশ্বাস ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ১৩। মোহাঃ হারুনর রশিদ, মোহাঃ এসহাক, মোহাঃ আমজাদ ও মোহাঃ হেয়াসউদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ১৪। আবদুল আযিয ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১৫। মোহাঃ সাইফুদ্দিন মোল্লা সাং হেলালপুর পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ২৲ ১৬। হাজী মোহাঃ ইসমাঈল ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৭। আলহাজ্জ মওলানা মোহাঃ সুজাউদ্দিন পোঃ নামো শঙ্করবাটী ফিৎরা ২৮৲ কুরবানী ১০৲ ১৮। মোহাঃ ইসমাঈল ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১৯। আহমাদ মোল্লা নামো শঙ্করবাটী উশর ১০৲ ২০। মোহাঃ আরশাদ আলী মণ্ডল আন্ধারিয়া-পাড়া পোঃ নামো শঙ্করবাটী উশর ১০৲ ২১। মোহাঃ ছিদ্দিক মোল্লা (ওরফে) মিছু মণ্ডল ঠিকানা ঐ উশর ১০৲ হাজী মোহাঃ আতিছুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ২৩। শিশ মোহাম্মদ মাষ্টার ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ২৪। মোহাঃ শোয়াইব পাইকার ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ২৫। হাজী মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস উশর ৫৲ ২৬। হাজী আবদুল আজিজ, মোহাঃ সোলায়মান ও মোহাঃ আতাফুর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৯৲ ২৭। মোহাঃ রিয়াজউদ্দিন সাং আন্ধারিয়া পাড়া পোঃ নামো শঙ্করবাটী যাকাত ৫৲ ২৮। মোহাঃ এসহাক ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ২৯। আলী মোহাম্মদ মণ্ডল সাং আহসানপুর পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ২৲ ৩০। মোহাঃ এলতাস আলী সাং ও পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ৫৲ ৩১। মোহাঃ সাজ্জাদ আলী মণ্ডল সাং আহসানপুর পোঃ নামো শঙ্করবাটী উশর ২০৲ ৩২। মোহাঃ একরামুল হক সাং বাগান পাড়া পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ৫৲ ৩৩। মোহাঃ সাবেদ আলী মণ্ডল সাং আহসানপুর পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ১০৲ ৩৪। মোহাঃ হেরাছুদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ৩৫। যায়েদ আহমাদ বিশ্বাস সাং বাগানপাড়া পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ৫৲ ৩৬। আবদুল গণী মণ্ডল সাং বাগানপাড়া পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ৫৲ ৩৭। মোহাঃ তৈমূর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲

ক্রমশঃ—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org